চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 30 June, 2020 ■ আগরতলা, ৩০ জুন, ২০২০ ইং ■ ১৫ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আনলকের দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩১ জুলাই পর্যন্ত কনটেইমেন্ট জোনে জারি থাকছে লকডাউন

নয়া গাইডলাইন প্রকাশ করল কেন্দ্র, আজ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লী, ২৯ জুন।। প্রথম দফার আনলক শেষ হচ্ছে আগামী ৩০ জুন। অর্থাৎ আগামিকাল মঙ্গলবার। এবার নতুন পর্যায়ের আনলকের গাইডলাইন জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার। ৩১ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন জারি থাকছে কনটেনমেন্ট জোনে আজ সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকে এই গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ১ জুলাই বুধবার থেকে নয়া গাইডলাইন কার্যকর হবে। এমনটাই জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে। দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলগুলির থেকে মতামত নিয়ে এই গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে।

নতুন গাইডলাইনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিয়মের শিথিলতা বাড়ানো হয়েছে। যেমন নাইট কার্ফুর সময়সীমাতে বদল আনা হয়েছে। এবার থেকে নাইট কার্ফু জারি থাকবে রাত ১০টা ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। এতদিন পর্যন্ত কোনও দোকানে পাঁচজনের বেশি কারোর দাঁড়ানোর অনুমতি ছিল না। নতুন পর্যায়ে পাঁচজনের বেশি যেতে পারবে। তবে অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব মানতে হবে সবাইকে। আর তা মেনেই দোকানে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের আনলকে। তবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত কনটেনমেন্ট জোনগুলিতে জারি থাকছে লকডাউন। এই সমস্ত এলাকায় লকডাউনের নিয়ম কড়া ভাবে মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। জেলাশাসক এবং জেলা আধিকারিকদের দফতরে কনটেনমেন্ট জোনের তালিকা পাওয়া যাবে।

কনটেনমেন্ট জোনের বাইরে অন্যান্য সব ক্ষেত্রে ছাড় থাকলেও যে সব জায়গাগুলি এখনই খুলছে না সেগুলি হল মেট্রো রেল, সিনেমা হল, জিম, সুইমিং পুল, বার, অডিটোরিয়াম ইত্যাদি। এছাড়াও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান, খেলা কিংবা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আপাতত বন্ধ থাকছে বলে গাইডলাইনে জানানো হয়েছে।অন্যদিকে, কনটেনমেন্ট জোনের বাইরে কোনও কোনও ক্ষেত্র খোলা থাকবে সেই সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার। সংশ্লিষ্ট রাজ্য আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে।জানা যাচ্ছে, আগের মতোই ৬৫ বছরের বেশি বয়সি এবং ১০ বছরের কম বয়সিদের বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষেধ।প্রসঙ্গত, আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন জারি রাখার সিদ্ধান্ত।

আজ সোমবার লকডাউন বাড়ানো হবে কিনা তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বৈঠকে বসে মহারাষ্ট্র সরকার। বৈঠক শেষে নতুন করে ফের লকডাউন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া। আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন জারি রাখার সিদ্ধান্ত মহারাষ্ট্র প্রশাসনের।লকডাউন বাড়িয়েছে মধ্যপ্রদেশ সরকারও। এছাড়াও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের আক্রান্ত চিকিৎসক করোনায় রাজ্যে নতুন সংক্রমিত ৩৪, সুস্থ ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। রাজ্যে আরও ৩৪ জন করোনা আক্রান্ত। সোমবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট করে এই তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানান, এদিন ৯৯৬ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৪ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এই ৩৪ জনের মধ্যে গোমতী জেলার ২৩ জন, পশ্চিম জেলার ৫ জন, খোয়াই জেলার ২ জন, ঊনকোটি জেলার ২ জন, দক্ষিণ ও সিপাহীজলা জেলার ১জন করে। এদিকে, ত্রিপুরায় আরও এক চিকিৎসক করোনা-য় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি শ্বাসকষ্ট নিয়ে খোয়াই হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন। তাঁর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এছাড়া, খোয়াই জেলা হাসপাতালের আরও দুই স্বাস্থ্য কর্মীর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁদের সকলকে ইতিমধ্যে কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত দুই চিকিৎসক করোনা-য় আক্রান্ত হয়েছেন। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের নমুনা সংগ্রহের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনৈক মহিলা চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি বর্তমানে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

খোয়াই জেলায় কর্মরত ওই চিকিৎসক দিন-চারেক আগে শ্বাসকষ্ট সমস্যা নিয়ে খোয়াই জেলা হাসপাতালে ভরতি হন। তাঁর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার পর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। গতকালই তাঁর রিপোর্ট এসেছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, তিনি খোয়াই জেলায় একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে কর্মরত।

এদিকে, খোয়াই জেলা হাসপাতালের আরও দুই স্বাস্থ্য কর্মীর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। একজন টিকাকরণ গাড়ির চালক এবং অপরজন গ্রুপ-ডি কর্মী। তাঁদের সকলকে ইতিমধ্যে কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হয়েছে। খোয়াই জেলা হাসপাতাল এবং আক্রান্ত চিকিৎসক যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন সেখানে স্যানিটাইজ করা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল ওই চিকিৎসক যে ওয়ার্ডে ভরতি ছিলেন সেখানে রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। এদিকে আজ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ছয়জন করোনা রোগী।

জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সোমবার আগরতলায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি নিজস্ব।

আমবাসা পুর পরিষদপুনর্বিনাস নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,২৯ জুন।। আমবাসা পুর পরিষদের বর্ধিত সীমানা পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়ে সোমবার আমবাসা টাউনহলে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক, ধলাই জেলা পরিষদের সদস্য মৃদুল দত্ত, সমাজসেবী সন্দীপ পাল ,শংকর চক্রবর্তী প্রমুখ। আমবাসা পুর পরিষদের সীমানা সম্প্রতি বৃদ্ধি করা হবে। কুলাই গ্রাম পঞ্চায়েত ও কেকমাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি অংশ আমবাসা পুর পরিষদের সাথে যুক্ত হবে।ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে তার একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সম্প্রতি তার অনুমোদন মিলেছে।জানা যায় আগামী ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত গুলোর মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

মাধ্যমিকের নতুন সিলেবাসের ফল প্রকাশ তিন জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। ত্রিপুরায় মাধ্যমিক নতুন সিলেবাসের ফল প্রকাশিত হবে আগামী ৩ জুলাই। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সোমবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানান।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২০ সালের মাধ্যমিক (নতুন সিলেবাস) পরীক্ষার ফলাফল আগামী ৩ জুলাই সকাল ৯-টায় প্রকাশ করা হবে। তাঁর বক্তব্য, দেশের ও রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি, সুপ্রিমকোর্টের ২৬ জুন, ২০২০-এর রায় এবং পরীক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২০ সালের মাধ্যমিক পুরাতন সিলেবাস, মাদ্রাসা আলিম নতুন ও পুরাতন সিলেবাস, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজি ও মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস-এর যে সকল পরীক্ষা পুনরায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫৯টি চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল ভারত

নয়াদিল্লী, ২৯ জুন।। গালওয়ান সংঘর্ষের পর চিনা পণ্য বয়কটের ডাক উঠেছে নানা মহল থেকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় চিনা অ্যাপ আনইনস্টলের দাবিও তুলেছিলেন অনেকে। কার্যত সেই পথেই হেঁটে টিকটক, ইউসি ব্রাউজার, বিগো লাইভ, হেলো, শেয়ার-ইটের মতো ৫৯টি চিনা অ্যাপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল ভারত সরকার।

মোবাইল, ট্যাব-সহ কোনও প্রকার গ্যাজেটেই আর ব্যবহার করা যাবে না ওই সব অ্যাপ। ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ এবং দেশের সার্বিক সুরক্ষার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত বলে কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে চিনের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র বড়সড় ধাক্কা খাবে বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের।চিনের এই অ্যাপগুলির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নষ্ট হচ্ছে এবং ব্যক্তিগত বহু তথ্য চুরি হয়ে যাচ্ছে বলে নানা মহল থেকে দীর্ঘদিন থেকেই অভিযোগ আসছিল। গালওয়ানে ভারত-চিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের ২৪৫ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বাজেট পাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। আগরতলা পুর নিগমের ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট সোমবার আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে পাশ হয়। নিগমের মেয়র প্রফুল্লজিৎ সিনহা ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য ২৪৫ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বাজেট পেশ করেন। পেশ করা প্রস্তাবিত বাজেটের উপর সোমবার আলোচনা হয়।

২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৯-২০ অর্থ বছরের তুলনায় প্রায় ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বছর কেপিটেল খাতে আয় ধরা হয়েছে ১৯ হাজার ৭৪৬ দশমিক ৫৮ লক্ষ টাকা। রেভিনিউ খাতে আয় ধরা হয়েছে ৪ হাজার ৭৩১ দশমিক ১০ লক্ষ টাকা। সম্পন্ন ভাবে আয় হবে ২৪ হাজার ৪৭১ দশমিক ৬৮ লক্ষ টাকা। এই বছর খরচ ধরা হয়েছে ২৪ হাজার ৫৩২ দশমিক ৫০ লক্ষ টাকা। উন্নয়নের খাতে ব্যয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ এক বছর বেতনের ৩০ শতাংশ কম নেবেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। করোনা-র প্রকোপে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস। গত এপ্রিল থেকে এক বছরের প্রাপ্য বেতনের ৩০ শতাংশ কম নেবেন বলে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়া, রাজভবনের ব্যয় কমিয়ে মানুষের আর্থিক সমস্যা দূর করার কাজে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

এ-বিষয়ে রাজভবন থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ত্রাণের কাজে আরও বেশি সম্পদের যাতে ব্যবস্থা করা যায় সেই লক্ষ্যে রাজভবন কিছু বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাজ্যপাল রমেশ বৈস এপ্রিল, ২০২০ থেকে শুরু করে এক বছরের জন্য প্রাপ্য বেতনের ৩০ শতাংশ কম নেবেন। তাছাড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত বিবাদ মেটাতে আজ সামরিক বৈঠকে ফের মুখোমুখি ভারত ও চিন

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি. স.)।। পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চিনের সেনার মধ্যে বেড়ে চলা উত্তেজনা প্রশমিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং সামরিক স্তরে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। এর মধ্যেই ৩০ জুন, মঙ্গলবার সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট নাগাদ লেফটেন্যান্ট জেনারেল পর্যায় ফের বৈঠকে বসবে দুই দেশ। ভারতের চুথুলে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। শেষবার সামরিক পর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল ২২ জুন কোর কমান্ডার পর্যায়ে চিনের মাল্ডও - তে।সেবার মূল নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা সরিয়ে ২ মের আগের পর্যায় চিনকে যেতে বলেছিল ভারত। কিন্তু এখনো সেই প্রস্তাবে রাজি না হয়ে সৈন্য সমাবেশ সরিয়ে নেয়নি লালফৌজ।

গত ১৫ জুন, সোমবার রাতে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় অতর্কিতে হামলা চালায় চিনা সেনা। শহীদ হন কুড়িজন ভারতীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অন্য নারীতে আসক্ত স্বামী, স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর থানাধীন গোবিন্দপুর গ্রামের ১৩নং ওয়ার্ডে এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে। গৃহবধুটির নাম সরস্বতী দাস। স্বামীর নাম জীবন সরকার। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে। পরকীয়া প্রেমের জেরেই আত্মহত্যার ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোবিন্দপুর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মৃতার বাপের বাড়ির তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে সরস্বতীকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

মৃত সরস্বতী মা অভিযোগ করেছেন তার জামা তার সঙ্গে অপর এক মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সরস্বতী তা মেনে নিতে পারছিল না। স্বামীকে পরকীয়া প্রেমে বাধা দেওয়ায় স্বরস্বতীর উপর নিত্যনৈমত্তিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলছিল। স্বরসতীর স্বামী জীবন সরকার ওই মেয়েটিকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তোলার চেষ্টা করছিল। সরস্বতী বারবার তাতে আপত্তি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি রাজ্যে আন্দোলনমুখী কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সোমবার ত্রিপুরার আটটি জেলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে প্রদেশ। পাশাপাশি আজ জেলাশাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ই-মেলে আবেদন জানাবে প্রদেশ কংগ্রেস। শুধু তা-ই নয়, ৩০ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত ত্রিপুরায় ব্লক স্তরে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে, জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আইনজীবী পীযূষকান্তি বিশ্বাস।

বিশ্বাস জানান, আজ প্রদেশ কংগ্রেস পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আটটি জেলায় প্রতিবাদে শামিল হয়েছি। তাঁর দাবি, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ২৪৮ শতাংশ কমেছে। অথচ আমাদের দেশে পেট্রোল-ডিজেলের দাম ক্রমশ বাড়ছে। পীযূষ বিশ্বাসের কথায়, গত ২৩ দিনে ২২ বার বেড়েছে দাম। তাতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। তাঁর বক্তব্য, করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে মানুষের অবস্থা খুবই শোচনীয়। এরই মধ্যে প্রতিদিন জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি গোদের উপর বিষ ফেঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, কটাক্ষের সুরে বলেন তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দাবি, বাধ্য হয়ে আজ আমরা পথে নেমেছি। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এই আন্দোলন জারি থাকবে। তাঁর কথায়, সমস্ত জেলা কংগ্রেসের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের মাছ ঢুকল রাজ্যের বাজারে, এসেছে ৬৪ টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সোমবার বাংলাদেশ থেকে মাছ এসেছে। তবে সরকারি নিয়ম পালনে কিছুটা গাফিলতি হওয়ায় ভারত-বাংলার আমদানি-রফতানিকারকদের সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, আজ সরকারি নিয়ম মেনে যথাসময়ে মাছ এসে পৌঁছয়নি। ২৯টি ট্রাকে ৬৪ টন মাছ আজ বাংলাদেশ থেকে আগরতলায় এসেছে।

করোনা-র প্রকোপে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় মাছ আমদানি বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের মাছের ভীষণ চাহিদা ত্রিপুরায়। ফলে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে মাছ আমদানি শুরু হচ্ছে। অতীতে বাংলাদেশ থেকে মাছ আমদানির ক্ষেত্রে সমস্ত কাজ হাতে-কলমে সেরে ফেলা হত। কিন্তু এখন সমস্ত কিছুই অনলাইনে করতে হচ্ছে। বিলিং থেকে শুরু করে গাড়ির ছাড়পত্র সমস্ত কিছু অনলাইনে করতে হচ্ছে এখন। তাছাড়া, প্রশাসন মাছ আমদানির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছে। সকাল ৮-টার আগেই বাংলাদেশ থেকে মাছের গাড়ি আইসিপি-র ভারতীয় অংশে পৌঁছতে হবে। তার পর ওই সংশ্লিষ্ট গাড়ি স্যানিটাইজ করার পর মাছ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিদিন দুপুর দুটোর মধ্যে বাজারে মাছ পৌঁছে যেতে হবে।

কিন্তু আজ বাংলাদেশ থেকে মাছ আসতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আখাউড়া আইসিপিতে বসানো হল স্বয়ংক্রিয় থার্মাল স্ক্যানার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। করোনা প্রতিরোধে আগরতলা আইসিপি-তে স্বয়ংক্রিয় থার্মাল স্ক্যানার বসানো হয়েছে। দেহে তাপমাত্রা নিয়ে ওই যন্ত্রের সংস্পর্শে আসা মাত্রই সংকেত দেওয়া শুরু হবে। গত শুক্রবার আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট-এ ওই যন্ত্র বসানো হয়েছে।

করোনা আগরতলা আইসিপি-তেও থাবা বসিয়েছিল। বাংলাদেশ ফেরত ত্রিপুরার নাগরিক-দের সংস্পর্শে গিয়ে ৬ জন বিএসএফ জওয়ান ও একজন চিকিৎসক সহ ৯ জন করোনা সংক্রামিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইমিগ্রেশন আধিকারিক এবং ল্যান্ড পোর্ট অফ ইন্ডিয়া-র কাগর্গো কর্মীও ছিলেন। ফলে, বেশ কিছুদিনের জন্য আইসিপি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

এখন পুনরায় আইসিপি খুলেছে। প্রতিদিন বাংলাদেশের নাগরিক-রা আগরতলা আইসিপি দিয়ে দেশে ফিরছেন। ফলে, তাদের প্রাথমিকভাবে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মেপে আইসিপি-তে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া-র নিয়ম রয়েছে। থার্মাল স্ক্যানিং-এ নতুনত্ব এবং অধিক সুরক্ষার প্রশ্নে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বসানো হয়েছে।

এ-বিষয়ে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি-র আগরতলা ম্যানেজার দেবাশীষ নন্দী বলেন, আইসিপি-তে থার্মাল স্ক্যানিং-র জন্য ইতিপূর্বে একজন-কে যন্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। এখন সেই পদ্ধতি-তে বদল আনা হয়েছে। তাঁর কথায়, যে কোন ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয় থার্মাল স্ক্যানার-র সামনে দাঁড়ালেই তার দেহে তাপমাত্রা মেপে নেবে ওই যন্ত্র। এমনকি, সাথে সাথেই পাশে রাখা মনিটর-এ তাপমাত্রার পরিমান দেখানো হবে। তাতে, কারোর সংস্পর্শে না গিয়েই দেহের তাপমাত্রা মেপে নেওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেন, ওই যন্ত্রের সাহায্যে কারোর দেহে তাপমাত্রা অধিক পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ায় অ্যাসিড পানে আত্মঘাতী ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। সোনামুড়া মহাকুমার ৩ টি ব্লক এলাকায় দীর্ঘদিন কন্টেইনমেন্ট জোন থাকায় বিভিন্ন ক্লাসের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি এতদিন। সোমবার ঘোষণা করা হয় পরীক্ষার ফলাফল। এইদিন নবম শ্রেণির পরিক্ষায় ফলাফল খারাপ হওয়ার অ্যাসিড পান করে আত্মহত্যা করে সুব্রত সরকার নামে এক কিশোর। ঘটনা সোনামুড়া মহাকুমার দক্ষিণ কলমচৌড়া এলাকায়। নিজ বাড়িতে অ্যাসিড পান করার পর গুরুতর আহত অবস্থায় সুব্রত সরকারকে কলমচৌরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও এডিসি নির্বাচনের রণকৌশল স্থির করতে বৈঠক আইএনপিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলি সলতে পাকানো শুরু করে দিয়েছে। সোমবার জনজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দল ইন্ডিজেনাস ন্যাশনালিস্ট পার্টি অব তুইপ্রা (আইএনপিটি) এডিসি নির্বাচনের রণকৌশল নির্ধারণে বৈঠক করেছে। সাংগঠনিক অবস্থা নিয়েও নেতারা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। আজ দলের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী বৈঠক প্রসঙ্গে দলের সভাপতি বিজয় রাঙ্খল বলেন, এডিসি নির্বাচনের রণকৌশল নিয়েই মূলত আজ আমরা আলোচনায় বসেছি।

আইএনপিটি-র সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা বলেন, করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে দীর্ঘ দিন ধরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির দিকেও কোনওরকম নজর দেওয়া যাচ্ছে না। তাই, আজ পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলন আপাতত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৫৭ ◘ ৩০ জুন ২০২০ ইং ◘ ১৫ আষাঢ় ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মরার উপর খাড়ার ঘা

মরার উপর খাড়ার ঘার মতোই যেন অবস্থা। আবার ম্যালেরিয়ার থাবা। করোনা ভাইরাসে যখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা তখন ম্যালেরিয়ার ছোবল জনমনে উদ্বেগ আরও বাড়াইতেই পারে। ধলাই জেলা হাসপাতাল সূত্রেই জানা যায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া সাত বছরের এক শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত শিশুর নাম ধরিন্দ্র ত্রিপুরা। বাবা গুণধর ত্রিপুরা। বাড়ি মানিকপুর থানার দয়ারাম রোয়াজা পাড়ায়। ধলাই জেলায় বিভিন্ন স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়া সরকারী সূত্রেই জানা গিয়াছে। সরকারী সূত্রে ইহা জানা গিয়াছে যে, গত বছরের তুলনায় এইবার ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কম। গত বছর জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৩৮০ জন। এইবার মে মাস পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩৫ জন। লংতরাই এলাকায় মানিকপুর, গোবিন্দ রোয়াজা পাড়া, জগবন্ধু পাড়া এলাকাগুলিতেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সবচাইতে বেশী।

রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে ব্যাপক হারে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব না থাকায় তবু রক্ষা। তবে, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকাও কাম্য নহে। পাহাড়ে এডিসি নির্বাচনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা কম বেশী থাকিলেও এইসব ম্যালেরিয়া ইত্যাদি আক্রান্তের ঘটনা সম্পর্কে তাহাদের কোনও মাথা ব্যাথা দেখা যায় না। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ক্ষমতাসীন দলেরই খুব সজাগ থাকিবার কথা। কিন্তু, বিজেপি আইপিএফটি কোন্দল দিনে দিনেই বাড়িতেছে। তাহা ছাড়া স্থানীয় স্তরে ইহাও জানা যায় যে বিজেপি নেতারা দলীয় কর্মীদের কাছে তেমন পাত্তা পান না। রাজ্যস্তরের নেতারা গেলে বিজেপি কর্মীরা তখন তৎপর হইয়া উঠেন। এক দিকে বিজেপির গোষ্ঠি কোন্দল অন্যদিক শরিক আইপিএফেটির মধ্য দ্বন্দ্ব উপজাতি অধ্যুষিক এলাকার পরিস্থিতি ক্রমেই নাগালের বাইরে যাওয়ার মতো অবস্থা। করোনা ভাইরাসের কারণে এমনিতে রাজ্যের পরিস্থিতি বেহাল। পরিবহণ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ায় সমস্যা আরও ব্যাপক হইয়াছে। গ্রাম পাহাড়ে অভাব দারিদ্র পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিয়াছে। রুটি রুজির অভাবের কারণে ক্ষুধার্ত মানুষ বনের লতাপাতা ইত্যাদি খাইতে বাধ্য হইতেছেন। দূর্গম এলাকায় যাতায়াতের এমনিতেই সমস্যা। তাহার উপর যান চলাচল বন্ধ থাকায় সংকট আরও বাড়িয়াছে। শুধু রুটিরুজির সংকটই নহে চিকিৎসা পরিষেবার গুরুতর সংকট দেখা দিয়াছে।

রাজ্যের এডিসি এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষবা পৌঁছাইবার ক্ষেত্রে এডিসি প্রশাসন ও রাজ্য প্রশাসনের উদ্যোগ অনেক বেশী সহায়ক হইতে পারে। এই অভিযোগ উড়াইয়া দিবার মতো নহে যে, এডিসির স্বাস্থ্য বিষয়ক দায়িত্ব থাকিলেও তাহা যেন স্রেফ লোক দেখানো। কারণ স্বাস্থ্য পরিষেবা দিবার ক্ষেত্রে এডিসির হাতে তেমন কোনও পরিকাঠামোই নাই। আসলে, এডিসির উপজাতি এলাকায় তেমন উল্লেখযোগ্য কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণ না হওয়ায় এডিসির গুরুত্বও তেমন নাই। রাজ্যের এডিসিতে কোন দল ক্ষমতায় বাসিবে তাহা নিয়া চলিতেছে জোর তৎপরতা। এডিসির ক্ষমতা তো সীমিত। কেন্দ্রীয় সরকার এডিসির ক্ষমতা বাড়াইবে, টেরোটরিয়াল কাউন্সিলের মর্যাদা দেওয়া হইবে। এই ঘোষণার রূপায়ণ কবে তাহা নিয়া যথেষ্ট শোরগোল আছে এমনও মনে হইতেছে না। এডিসিতে দীর্ঘ বছর ক্ষমতায় থাকিয়া সিপিএম রাজনৈতিক উত্তাপ নিয়াছে কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছুই করে নাই। সুতরাং এডিসির ক্ষমতায় যে দলই বসুক না কেন স্বস্তিতে কাটাইতে পারিবে মনে হয় না। ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগে সবচাইতে বেশী বিপর্য্যয় হয় এডিসি এলাকায়। এডিসিকে কর্মক্ষম ও শক্তিশালী করিতে না পারিলে ম্যালেরিয়া সহ নানান রোগ অঘাত হানিতে পারে। বিভিন্ন রোগ হইতে এডিসি এলাকাকে নিশ্চিত মুক্তি দিতে না পারিলে আগামীদিনে বিপদ আরও বাড়িবে সন্দেহ নাই।

বাগনানে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবীতে থানা ঘেরাও এবিভিপি-র

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : বাগনান কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা এবং একজনের মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের কড়া শাস্তির দাবিতে সোমবার স্থানীয় থানার বিক্ষোভ দেখায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) ।অভিযোগ, গত ২৩ জুন তারিখ কিছু তৃণমূলী নেতার লালসার শিকার হয় ওই ছাত্রী। মেয়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে ছুটে আসে মা, কিন্তু তৃণমূল নেতারা খুন করে মাকে! ক্রমাগত প্রসাশনের এই অসক্রিয়তা এবং শাসক দলের তোষামোদের তীব্র ধিক্কার জানিয়ে, কয়েক দফা দাবি নিয়ে এবিভিপির পক্ষ থেকে আজ দুপুর ১২ টায় বাগনান থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়। উল্লখ করা যেতে পারে, গত সপ্তাহে বিজেপি-র দুই সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র খান এবং বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে উপর্যুপরি দু'দিন অকুস্থলে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত দু'জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।এবিভিপি-র তরফে জানানো হয়েছে, গত ২৬ তারিখ নির্যাতিতা পরিবারের সাথে দেখা করে ও আক্রান্ত ছাত্রীর পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ার কথা দেওয়া হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। এবং এর সাথেই নির্যাতিতা ছাত্রীকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু অপরাধীরা শাসক দলের হওয়ায়,তাদেরকে কোনও না কোনও ভাবে আড়াল করার চেষ্টা করছে প্রশাসন, তাদের এই অপরাধ লঘু করেও দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে !এই নক্কারজনক ঘটনা প্রসঙ্গে সংগঠনের দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক সুরঞ্জন সরকার বলেন, প্রশাসনের এই অসক্রিয়তা এবং শাসক দলের তোষামোদের তীব্র ধিক্কার জানিয়ে, আজ বাগনান থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। তাদের দাবী ছিল ১) হাওড়া বাগনানের নির্যাতিতা কলেজ ছাত্রী ও তার মায়ের হত্যাকারী দের দ্রুত কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।২) নির্যাতিতা অসহায় কলেজ ছাত্রীর সুরক্ষা ও শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার সরকারকে নিতে হবে।৩) সরকারকে অসহায় পরিবারকে স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

এবিভিপি-র দাবি, কামদুনি, বোলপুর, মেদনীপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা সব জায়গাতেই মেয়েরা অসুরক্ষিত। হাওড়ার বাগনানের ঘটনা প্রমাণ করে দিলো এই রাজ্যের মহিলারা আজ ঘরের মধ্যেও সুরক্ষিত নেই। অন্য রাজ্যে কিছু হলেই আমাদের তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী রাস্তায় নেমে পরেন। কিন্তু নিজের রাজ্যেই এতবড়ো ঘটনা ঘটে গেলো অথচ তা নিয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।এবিভিপি-র বক্তব্য, "যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা সেই রাজ্যে দিনের পর দিন যে ভাবে ধর্ষণ বেড়েই চলেছে তাতে মহিলার যে আজ কোথাও সুরক্ষিত নয় তা আবার প্রমাণ হয়ে গেলো। প্রতিক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে দোষীরা শাসকদলের মদতপুষ্ট বলে প্রশাসন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কিন্তু বিদ্যার্থী পরিষদ এই রকম অন্যায় এর বিরুদ্ধে বারবার সোচ্চার হয়েছে এবং আগামীদিনেও হবে। যদি প্রশাসন সময়মতো অভিযুক্ত ধর্ষণকারীদের গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা না নেয় তাহলে এবিভিপি আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ২৯ জুন (হি স): সোমবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভারী। ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হয়েছে হালকা বৃষ্টি। তবে, আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কলকাতায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর,আগামী সাড়ে তিন ঘণ্টায় কলকাতায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

অন্যদিকে ভারী বৃষ্টি জারি থাকতে পারে উত্তরবঙ্গেও।কোচবিহার, জলপাইগুড়ি,আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি-র সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা।মুর্শিদাবাদ,পুরুলিয়া,বীরভূমে ভারী বৃষ্টি -র সম্ভবনা ।

ডিজিটাল ক্লাসরুম হয়ত বদলে দেবে শিক্ষার পরিভাষা

জয়দেব সাহা

রতন মাস্টার সেদিন বলল, "পড়াশোনাটা একটু কর পুচকা। মাধ্যমিকটা পাশ করতে হবে তো। এই বছর শুধু অঙ্কটাকে উতরে দে... না, এবার তোর বাড়িতে ফোন করতেই হবে দেখছি"। ওই পড়ন্ত সন্ধ্যায় গল্পটা খুব জীবন্ত ছিল। তারপর জীবন আর মৃত্যুর মাঝে এসে দাঁড়াল একটা ভাইরাস। বিজ্ঞানীরা বলল কভিড-১৯ সাধারণ মানুষ বলল করোনা। আর পুচকা বলেছির আর করব না। কী করবে না? অঙ্ক করবে না। কতদিন? অনির্দিষ্টকালীন, চলবে মাসের পর মাস। বন্ধু, পুচকাদের স্কুল আর টিউশনিরও। মাঝে বিভি চ্যানেলগুলো এগিয়ে আসল 'আমরাও পড়াবো'।

পড়ার দাদা বিকেলে জিজ্ঞাসা করল, 'টিভিতে তোদের ক্লাসে হচ্ছে না? দেখছিস?' 'হ্যাঁ, আজকে ভূগোল পড়াল'।

'খাতা নিয়ে বসিব। যা পড়াচ্ছে নোট করবি পটাপট'।

'খুব তাড়াতাড়ি বলছে। লিখতেই পারছি না'।

গল্পটা তাড়াতাড়ি বা ধীরে ধীরে বলার না, গল্পটা মাধ্যমের। পুচকার বাবা একটা দোকানে কাজ করে। মোড়ের বড় দোকনে ফরমাশ খাটে। মাস গেলে অল্প কিছু মজুরি পায়। ছেলেকে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। কিন্তু পুচকার মন তো সেই গ্রামের মাঠ, না হয় পুকুরের মাছেই হাবুডুবু খেতে ব্যস্ত। তবু মায়ের বকুনি আর টিউশনি মাস্টারের শাসানিতে চলে যায় ওর নৌকা। প্রশ্নটা এখানেই। শিক্ষাব্যবস্থাটাকে যদি অনলাইন করা হয় তাহলে এই ছেলেমেয়েগুলো কোথায় যাবে? স্কুল শিক্ষা থেকে বহু দূরে থাকা ওদের বাবা-মা কতটুকু বুঝবে যন্ত্রনির্ভর ক্লাসের পরিকাঠামো। মোদ্দা কথা বাড়ি থেকে যে গাইডেন্সটা তারা পেত, সেটা আর পাবে না।

ডিজিটাল শিক্ষা-শব্দটা খুব মন কাড়ে। টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামোর পরিবর্তন নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে। তাতে অবশ্য 'এডুকেশন ফল অল' কথাটাতে পৌঁছানো কিছুটা সহজ হয়ে উঠতে পারে। গল্পটা

শহরের উঁচু ফ্ল্যাটে বসে থাকা সেই ছেলেটাকে নিয়ে নয় যার বাবা-মা কোনো মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করছে। বাস্তবতার কঠিন রূপটা তো গ্রামের কৃষকের ওই ছেলেমেয়েগুলো দেখছে যাদের হয়ত প্রতিভা প্রচুর আছে, কিন্তু ভালো পরিকাঠামো আর সুযোগ পাচ্ছে না। ওই ছেলেমেয়েগুলোর কাছে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা একটা বিকল্প হিসাবে উঠে আসবে। গ্রামের ভাঙা ছাদের নীচে বসেই তারা পাবে আইআইটি, মেডিক্যাল সহ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতির সুবিধা। সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব বলে, দেশের প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী ভালো কনটেন্ট পেয়ে যাবে হাতের মুঠোয়। 'এডুকেশন ফর অল' স্বপ্নটা হয়ত সত্যিই অনেকটা বাস্তব হয়ে যাবে।

কিন্তু সমস্ত কিছুর বাইরে একটা ভাবনা কেমন যেন নাড়িয়ে তোলে। স্টেশনের বাইরে একটা মুড়ির দোকান চালায় অনিল আর তার বাবা। সকাল সাড়ে দশটা বাজলেই বাবার বকুনির দায়ে অনিলকে ছুটতে হয় স্কুলে। সে এখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। বৃহস্পতিবর আর স্কুলে যায় না, ওইদিন হাট বসে সেই গ্রামে। হাটে ঘুরে ঘুরে নারকেল বিক্রি করে বছর তরোর ওই ছেলেটা। অথবা ধরা যাক অনিলের সেই বন্ধুর কথা। রাজমিস্ত্রির কাজ করে সে। সময় করে স্কুলেও আসে। ওদের কাছে আইআইটি, আইআইম অন্য গ্রহের জিনিস। নামই শোনেনি কখনও। ওরা তো প্রথমে মাধ্যমিকটা পাশ করতে চায়। বাজার থেকে অনেক দূরে ওদের পাড়া। রেললাইন ধরে হাঁটতে থাকলে চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের পথ সেখানে মাধ্যমিক পাশ খুব কমজনই করেছে। তাদের কাছে কোন লজ্জায় আমরা ডিজিটাল এডুকেশন নিয়ে হাজির হব? কি বলব অনিলের বাবাকে? ডিজিটাল এডুকেশন আপনার ছেলেমেয়ের কাছে আইআইটির কোচিং পৌঁছে দেবে? শুনবেন কি তিনি সেই কথা? যে ছেলেটা প্রতিদিন টিপিনের বিরতিতে স্কুলের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ি পালায়, তাকে মোবাইলের সামনে বসালে সে কি করবে অনলাইন ক্লাস? গ্রামের দিকে অনেক পরিবার আছে যারা নিজের ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠায় শুধুমাত্র মিড-ডে মিলের জন্য। দু'বেলা খাবার জোটানোর পয়সা নেই ওদের কাছে। ওরা কি ডিজিটাল এডুকেশনকে স্বাগত জানাবে? পেটের টানে ছেলেকে পাঠিয়ে দেবে না তো রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকান করতে?

করোা পরবর্তী সময় হয়ত আমাদের আরও বেশি করে ডিজিটাল করে তুলবে। শিক্ষাক্ষেত্রেও আসবে যুগান্তকারী সব পরিবর্তন। বদলে যাবে মাধ্যম, বদলে যাবে পরিভাষা। কিন্তু ওই ছেলেমেয়েগুলোর কথা মাথায় রাখা হবে কি? একটা ছেলে স্কুলজীবনের প্রথমদিকে কখনই পড়াশোনার গুরুত্ব বুঝল না। বাবার সঙ্গে সকাল সন্ধে জমিতে চাষ করেই কেটে গেলে জীবনের কতগুলো বছর। কোনাভাবে মাধ্যমিকটা উতরে দিল। পরিবর্তন আনল তারপরের ঘটনায় কোনও একদিন কোচিং ক্লাসে একজন শিক্ষকের কথা মনের মদ্যে খুব বসে গেল। স্যারও ছেলেটির চাহিদা দেখে এগিয়ে আসল সাহায্যের হাত নিয়ে। তারপর আর কী? উচ্চমাধ্যমিকে নব্বই শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে ভর্তি হল ভালো কলেজে। অনলাইন এডুকেশন এই ছেলেমেয়েগুলোকে কোথায়, কোন অন্দকার গর্তে ফেলে দেবে তা হয়ত এই মুহূর্তে ধারণারও বাইরে।

ওই ছেলেমেয়েগুলো সবদিনই বঞ্চিত থেকেতে, কিছুটা নিজের দোষে, কিছুটা পরিকাঠামোর অভাবে। ওদের নিয়ে কেউ কখনও ভাবে না, ভাবর সময়ও নেই কারও। তুব ওরা সংঘর্ষ করে। লড়াই করতে করতেই একদিন একটা অটোচালকেরছেলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায়। এই লড়াইগুলোকে বাঁচিয়েরাখা বীষণ দরকার। শিক্ষাব্যবস্থার অনেকটাই ডিজিটাল করা যেতে পারে। তবে ওই লড়াইগুলোতে শক্তি জোগায় যে সমস্ত শিক্ষকেরা, তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখাটাও জরুরি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

'.....মাবের সাগর পাড়ি দেব....'

শান্তনু রায়

করোনা আবাহে রাজ্যে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের আগমনে রাজ্যে দ্রুত সংক্রমণ বাড়ছে---সংবাদ মাধ্যমে (বৈদ্যুতিন ও দৈনিক পত্রিকা) এখনও শিরোনাম এবং দৈনন্দিন আলোচনা বিষয়। ইদানীং প্রায় প্রতিদিন একাধিক ট্রেন আসছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে। অনেকের সাথে আছে তাদের পরিবারও। মোট দশ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে আসবেন। বলে জানা গেছে, অধিকাংশ এসে গেছেন। এদিকে দ্রুত বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। যেসব জেলা একসময় গ্রীন জোনে ছিল সেগুলিও এখন সংক্রমিত ও উপসর্গহীন পরিযায়ী শ্রমিকের দৌলতে রেড জোনে। এরকম কোন কোন জেলায় আক্রান্তরা সকলেই ভিনরাজ্য ফেরত পরিযায়ী শ্রমিক। এদের কোয়েরেন্টাইনে রাখা নিয়েও সমস্যা হচ্ছে। সুষ্ঠ পরিকল্পনা অভাবে অধিক ট্রেনের ব্যবস্থা না হওয়ায় শেষ মূহূর্তে একসঙ্গে বিপুলসংখ্যায় এই ট্রেনযাত্রাকালে নতুন করে সংক্রমণ ঘটেছে। আবার এত বিপুল সংখ্যাক মানুষের এরাজ্যের বিভিন্ন স্টেশন পৌঁছলে তাদের যথাযথ শারীরিক পরীক্ষা করাও দুরূহ হয়ে পড়ে। আক্রান্ত ধরা পড়লে কোয়েরেন্টাইনে যাওয়ার আশংকায় অনেক গন্তব্যে পৌঁছে শারীরিক পরীক্ষা এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট। আবার এত লোককে বাধ্যতামূলক 'নিভৃতবাসের' রাখার জন্য স্থান সরকারি কোয়েরেন্টাইনে অপ্রতুল হওয়ার যাদেরহোম কোয়েরেন্টাইনে পাঠান হয়ছে তারা স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করে, নিজের পরিবারের সদস্যদেরথেকে বিধিসম্মত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার চেতাবনি উপেক্ষা করে বেপরোয়াভাবে গ্রামের মধ্যে বাজারে হাটে ঘোরাফেরা করছেন। এনিয়ে গ্রামবাসী ও স্থানীয় জনসাধারণের সাথে বিভিন্ন স্থানে বিরোধ দেখা দিচ্ছে। মেদিনীপুরের নন্দকুমারে তো জনৈকি পরিযায়ী শ্রমিকের এভাবে গ্রামে ঘোরাঘুরিতে আপত্তি জানানোয় এক গ্রামবাসী খুন হয়ে গেলেন। আবার এদের জন্য নতুন সরকারি কোয়েরেন্টাইন স্থাপন করতে গিয়েও প্রশাসনকে স্থানীয় মানুষের সক্রিয় বিরুদ্ধতা বিক্ষোভ ও অবরোধের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শিবিরে

মধ্যেও এদের নিয়ে চলছে পারস্পরিক দোষারোপের পালা। এ তারজায় অসাল বিষয়টিই দূরে সরে যাচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে পরিযায়ী শ্রমিকরা যে যে রাজ্যে কাজ করতে গেছেন এবং আছেন সেখানেই থেকে যাবেন এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিই এদের থাকা খাওয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। হয়ত এ সিদ্ধান্ত সেসময়ে সঠিকই ছিল। এ রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী ও রকম ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন না। পরিযায়ী শ্রমিকদের বেঁচে থাকার ও সুরক্ষার জন্য তিনি ১৮টি রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠিও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে কোন পূর্বপরিকল্পনা ছিল না এবং কেন্দ্রীয় সরকারও এব্যাপারে রাজ্যগুলিকে কঠোর ভাবে নির্দেশ পালনে বাধা করতে পারেননি, এ উদ্দেশ্যে তখন কোন আর্থিক প্যাকেজও ঘোষণা করেননি, সেই সব রাজ্যে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়া এবং লকডাউনপর্ব সঙ্গত কারণেই দীর্ঘায়িত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির উদাসীনতায় দুর্গত শ্রমিকরা পায়ে হেঁটেই নিজ নিজ রাজ্যের উদ্দেশে রওনা দিলে পথে অনেক বিপত্তির সম্মুখীন হন, দুর্ঘটনা প্রাণহানিও ঘটে। তখন বিভিন্ন মহল দ্বারা সমালোচিত হয়ে অকস্মৎ কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অবশেষে পরিবর্তিত হল। পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরত চাইলে ফিরতে পারেন, তবে এব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের দায় রাজ্য সরকারের।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পরিযায়ী রাজনীতিকদেরও কুম্ভীরাশ্রু ঝরে মাঝে মাধ্যে। কেন এদের নিজের বাড়িতে ফেরার ব্যবস্থা সরকার করছে না এই নিয়ে সমালোচনায় বিরোধী মহলের অনেকেই সোচ্চার। অনেকে বলছেন নরেন্দ্র মোদি চারঘণ্টার নোটিশ হাঠাৎ লকাডাউন ঘোষণা করে দেওয়াই নাকি পরিযায়ী শ্রমিকরা এমন বিপন্ন বোধ করেছেন। কিন্তু লকডাউন যে এমন হঠাৎ করেই হয়, সারা পৃথিবীতে এভাবেই হযেছে-প্রত্যাহার করা হয় ধাপে দাপে, সংক্রমণের মাত্র ও দেশের অর্থনীতির বন্ধাদশা কাটানোর মধ্যে এক ভারসাম্য বজায় রেখে। প্রসঙ্গত ১৫ মার্চের দৈনিক স্টেটম্যান থেকেই জানা যাচ্ছে ১৪ মার্চ সরকার হু'র সতর্কবাণীর পরিপ্রেক্ষিতে এই মারণব্যাধির অতিমারি প্রকোপকে জাতীয় বিপর্যয় বলে ঘোষণা করেছে। ২২ মার্চের দৈনিক স্টেটসম্যানের প্রথম পাতায় খবর ছিল বাইরে থাকা সমস্ত ট্রেন ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাতিলের অনুরোধ জানিয়েছে রাজ্যসরকার রেলকে চিঠি দিয়েছে, কারণ ঐ সব ট্রেনে করে ইতিমধ্যে সংক্রমিত রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা এরাজ্যে চলে এসে এখানেও বাইরাস ছড়িয়ে পড়বে এ আশংকায়। সেইমত রেলমন্ত্রক ৩১ মার্চ পর্যন্ত রেলপরিষেবা স্থগিত রাখে। ২২-এর বিকেলথেকে রাজ্যে ঘোষিত পাঁচ দিনের লকডাউনের মাঝে ২৩ রাতে সারাদেশে ২১ দিনের লকডাউন ঘোষিত হয়।

জাতীয় স্তরে লকডাউনের এই আকস্মিক এবং কঠোর সিদ্ধান্তের ইতিবাচক দিকগুলি হয়ত চাপা পড়ে যাছে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্তহীন বিতর্কে হ্যাঁ এখনও। কিন্তু যদি আরো ৩-৪ দিনের সময় দিয়ে লকডাউন জারি হত তাহলেও কি ঐ সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে সব পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজ নিজ রাজ্য ফিরতেন বা ফিরতে পারতেন। যদিও নিঃসন্দেহে এর ফলে মারণব্যধির সংক্রমণ আরও ব্যাপকতর হত। প্রাথমিকভাবে কেউই ভাবেননি যে লকডাউনের মেয়াদ এত দীর্ঘ হবে, সরকারেরও হয়ত ভাবনায় ছিলনা যে এত দীর্ঘদিন লকডাউন জারী রাখতে হবে। অনেকটাই ট্রায়াল এন্ড এর পদ্ধতিতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এপ্রিল মাসের গোড়ায়ও যারা বলেছিলেন, হয়ত অজ্ঞতায় যে করোনা ভাইরাস নিয়ে বিশ্বজুড়ে যে আতঙ্ক ছড়াচেছ তার অনেকটাই মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়া বাহিত কারণ এই ভাইরাসের মারণ ক্ষমতা অনেক কম এবং আগেও আমরা এরচেয়ে ভয়ংকর ভাইরাসের সম্মুখীন হয়েছি, তারাই এখন সমালোচনায় মুখর বিলম্বে সরকারি পদক্ষেপে। কারও আবার মার্চের শেষেও মনে হয়েছে করোনার ভাইরাস থেকেও এদেশে সাম্প্রদায়িকতার ভাইরাস বেশি ক্ষতিকারক। মনে রাখতে হবে লকডাউনের ফল ইপ্সিত মাত্রায় হয়ত পাওয়া যায়নি বিবিধ কারণে অংশত একাংশের ডোন্ট কেয়ার মনোভাবে, কিন্তু সে সময়ে লকডাউন না করলে সংক্রমণ কি মারত্মক পর্যায়ে পৌঁছত তাও ভাবনায় থাকা দরকার। তবে দেশব্যাপী যখন সংক্রমণের গ্রাফ উর্দ্ধমুখী তখন অধিক সংক্রমিত রাজ্যগুলি থেকে ফিরিয়ে আনার সময় নির্বাচন সঠিক হয়েছে কিনা সে প্রশ্নও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ক্রমবর্ধমান সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক চাপে সমালোচিত হয়ে সরকারের এ সিদ্ধান্তও বিতর্কতীত নয় কারণ এতে আবার অন্যারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাংলাদেশে লঞ্চডুবি: ৩২ জনের মরদেহ উদ্ধার, এখনও নিখোঁজ অনেক

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৯।।বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার শ্যামবাজারের ফরাশগঞ্জ এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চডুবির ঘটনায় সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নারী ও শিশুসহ ৩২ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে উদ্ধার কাজে নিয়োজিতরা। এখনও অনেকে নিখোঁজ থাকায় উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন কোস্টগার্ড, নৌ-পুলিশ, নৌবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। সহযোগিতায় ছিল র‍্যাব ও বিমানবাহিনীর দুটি হেলিকপ্টার।

জানা যায়, সকাল ৯টার দিকে মুন্সিগঞ্জ কাঠপট্টি থেকে প্রায় শতাধিক যাত্রী নিয়ে ঢাকায় আসছিলো এমভি মর্নিং বার্ড নামের একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ। অপরদিকে, চাঁদপুর থেকে ঢাকায় আসছিল ময়ূরী-২ লঞ্চটি। হঠাতই ময়ূরী-২ লঞ্চটি মর্নিং বার্ড লঞ্চটির উপর উঠিয়ে দিলে দুমরেমুচড়ে পানির নিচে তলিয়ে যায় মর্নিং বার্ড লঞ্চটি। এসময় অনেকেই সাঁতরে তীরে আসলেও অনেকেই ডুবন্ত লঞ্চের মধ্যে আটকা পড়েন।

এদিকে, উদ্ধার হওয়া ৩২ জনের মধ্যে ২০ জন পুরুষ, ৯ জন নারী ও ৩ জন শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক (ডিজি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাজ্জাদ হোসাইন। নিহতরা হলেন- সুমন তালুকদার (৩২), মনির হোসেন (৫০), বিউটি বেগম (৩৮), আবু তাহের (৫০), শাহাদাত (৩৫), ময়না (৩৮) ও তার ছেলে সাজিদ (১২) এবং মেয়ে মুক্তা (১৪), আবু সাঈদ (৪৫), মারুফা (২৫) ও তার শিশু পুত্র তাহা (২), সত্যরঞ্জন (৫৫), সিপন (২৫), গোলাম হোসেন ভূঁইয়া (৩৫), শিপলু (২২), সুমনা বেগম (৩৫), সুফিয়া বেগম (৬০), গোলাপ হোসেন (৫০), মনিরুজ্জামান (৪৫), আফজাল হোসেন (৪৪), আবু তাহের (৪৫), সুবর্না আক্তার (৩৫), শাহাদাত হোসেন (৪০), হাফেজা খাতুন (৩৮), শহিদুল (৩৪), আমির হোসেন (৫৫), মাহিম (১৭) এবং দিদার (৪৫)। অপর তিনজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। মজিবর সিকদার (৩৮) নামে বেঁচে যাওয়া এক লঞ্চযাত্রী জানান, লঞ্চের মধ্যে প্রায় ১৫০ জনের মতো লোক ছিল।

তিনি বলেন, ঘাটে আসার আগ মুহূর্তে ময়ূরী-২ ইচ্ছাকৃতভাবে মর্নিং বার্ড লঞ্চটির উপর উঠিয়ে দেয়। এদিকে, লঞ্চ দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যেয়ে লঞ্চডুবির ঘটনায় নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে দেড় লাখ টাকা এবং লাশ দাফনে আরও ১০ টাকা দেয়ার ঘোষণা দেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, 'নিহত প্রতিটি পরিবারকে দেড় লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে এবং ঢাকা জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে লাশ দাফনের জন্য ১০ হাজার টাকা করে দেয়া হবে।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'লঞ্চডুবির সিসিটিভির ফুটেজ দেখে মনে হচ্ছে এটি দুর্ঘটনা হতে পারেনা, এটি একটি পরিকল্পিত ঘটনা। দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

অপরদিকে, লঞ্চডুবির ঘটনায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) মো. রফিকুল ইসলাম খানকে আহ্বায়ক এবং বিআইডব্লিউটিএ'র পরিচালক (নৌ নিরাপত্তা) মো. রফিকুল ইসলামকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠন করেছে মন্ত্রণালয়। কমিটিকে আগামী সাতদিনের মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়ে একটি আদেশ জারি করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- নৌপরিবহন অধিদপ্তরের চিফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন জসিম উদ্দিন সরকার, বিআইডব্লিউটিসি'র প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি, নৌ পুলিশের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি। কমিটি দুর্ঘটনার কারণ উদঘাটন, দুর্ঘটনার জন্য দায়ি ব্যক্তি/সংস্থাকে শনাক্তকরণ এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করবে।

বাংলাদেশ সরকার ঠিকভাবে করোনা মোকাবিলা করছে : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৯।।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, সীমিত সামর্থ্য সত্ত্বেও সরকার ঠিকভাবে করোনা মোকাবিলা করছে।

তিনি সোমবার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এসময় বিএনপি মহাসচিবের সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করলে মন্ত্রী একথা জানান। 'হোম আইসোলেশনে থেকে মির্জা ফখরুল সাহেব সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন কিন্তু জনগণের পাশে দাঁড়াচ্ছেন না, সেটি দায়িত্বশীলতার পরিচয় নয়' উল্লেখ করে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, 'তাকে অনুরোধ করবো, অন্ধের মতো সমালোচনা না করে বিশ্বের দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য।' "বিশ্ব প্রেক্ষাপট দেখে, বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো লক্ষ্য করে যদি তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা মূল্যায়ন করেন, তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি অনেক দেশের তুলনায় অনেক ভালো " বলেন হাছান মাহমুদ।

'আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও উপকরণ অবশ্যই ইউরোপ, আমেরিকার মতো নয় এবং মনে রাখতে হবে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ' স্মরণ করিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'এরপরও সীমিত সামর্থ্য নিয়ে সরকার প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই মহামারি মোকাবিলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে মৃত্যুর হার ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে কম তো বটেই, চীনের চেয়েও কম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক কম।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'সরকার যদি সামাল দিতে না পারতো, তাহলে মৃত্যুর হার অন্তত ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে বেশি হতো। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। ভবিষ্যতেও যে কোনো পরিস্থিতি সামাল দেয়ার লক্ষ্যে সরকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।'

পাটকল বন্ধ করা হয়েছে-বিএনপি নেতা রিজভীর এমন মন্তব্যের বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার কোনো পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়নি, বরং পাটকলগুলোকে আরো ভালোভাবে চালু করার লক্ষ্যে সংস্কারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

মন্ত্রী এসময় বলেন, 'বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন আদমজী জুটমিলসহ অনেকগুলো পাটকল বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে আদমজী জুটমিলের ৬০ হাজার এবং অন্যান্য পাটকলের লক্ষাধিক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছিল।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা '৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর এবং পরবর্তীতে ২০০৯ সালে সরকার

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে রেকর্ড সংখ্যক ৪,০১৪ জনের দেহে করোনা শনাক্ত

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৯।।বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় ১৭ হাজার ৮৩৭ জনের নমুনা পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক ৪ হাজার ১৪ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এর আগে দেশে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড ছিল ১৭ জুন। ওই দিন শনাক্ত হয়েছিল ৪ হাজার ৮ জন। গতকালের চেয়ে আজ করোনা আক্রান্ত ২০৫ জন বেশি শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১৮ হাজার ৯৯টি নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিল ৩ হাজার ৮০৯ জন। দেশে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ৪১ হাজার ৮০১ জন। দেশে করোনা শনাক্তের ১১৪তম দিনে নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় ২৪ ঘন্টায় শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৫০ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২১ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার ১ দশমিক ৪৫ শতাংশ বেশি। এ পর্যন্ত শনাক্তের হার ১৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

সোমবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘন্টায় ৪৫ জন মারা গেছেন। গতকালের চেয়ে আজ ২ জন বেশি মারা গেছেন। গতকাল ৪৩ জন মারা যান। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে দেশে মোট ১ হাজার ৭৮৩ জন মারা গেছেন। শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৬ শতাংশ। আগের দিনও এই হার ছিল ১ দশমিক ২৬ শতাংশ।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৫৩ জন। গতকালের চেয়ে আজ ৬৪৪ জন বেশি সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ১ হাজার ৪০৯ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫৭ হাজার ৭৮০ জন। তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৭৫ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪০ দশমিক ৪৪ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার শূন্য দশমিক ৩১ শতাংশ বেশি।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তকরণে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৪ হাজার ৪১৩টি। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৭ হাজার ৩৪ টি। গতকালের চেয়ে আজ ২ হাজার ৬২১টি নমুনা কম সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৬৫টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৭ হাজার ৮৩৭টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৮ হাজার ৯৯টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ২৬২টি কম নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে মোট ৭ লাখ ৪৮ হাজার ৩৪টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তিনি জানান, মৃত্যুবরণকারীদের বয়স বিবেচনায় ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১৪ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ১ জন এবং ৯১ থেকে ১০০ বছরের মধ্যে ১ জন রয়েছেন। মারা যাওয়াদের মধ্যে ৩৬ জন পুরুষ এবং ৯ জন নারী। তাদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৩০ জন, বাড়িতে ১৪ জন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা গেছেন ১ জন। বিভাগ বিশ্লেষণে ৪৫ জনের মধ্যে ঢাকা বিভাগে মারা গেছেন ২২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১০ জন, খুলনা বিভাগে ৫ জন, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগে ১ জন করে এবং সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ৩ জন করে মারা গেছেন।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা বলেন, 'ঢাকা মহানগরীতে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ৬ হাজার ১৫টি, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ১২৯টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ১৪ হাজার ৬৯০টি, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৩৭৪টি। সারাদেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা ১১ হাজার ১০৮টি। সারাদেশে হাই ফ্লো নেজাল ক্যানেলা সংখ্যা ১০৪টি এবং অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ৯৮টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৮৮১ জন, আইসিইউ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ২১৩ জন এবং ২৪ ঘন্টায় সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৭১৯ জন, ছাড়া পেয়েছেন ৬৪৬ জন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে আরও ১ হাজার ২৮ জনকে এবং এ পর্যন্ত আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে ২৫ হাজার ৮৩৮ জনকে। গত ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৬০৯ জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ১০ হাজার ৮৯৬ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন ১৪ হাজার ৯৪২ জন। তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে ৩ হাজার ৫৩ জনকে। এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে মোট ৩ লাখ ৬১ হাজার ২২৪ জনকে। গত ২৪ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড়া পেয়েছেন ২ হাজার ৬৯২ জন। এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন থেকে মোট ছাড়া পেয়েছেন ২ লাখ ৯৭ হাজার ৩৬৫ জন। বর্তমানে হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৬৫ হাজার ৯৫৯জন।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) গত ২৪ ঘন্টায় বিতরণ করা হয়েছে ৪ হাজার ৬শ'টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ২৫ লাখ ২৮ হাজার ২৪৫টি। এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২৩ লাখ ৮১ হাজার ১৬৪টি। বর্তমানে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৮১টি পিপিই মজুদ রয়েছে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৪১৮টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৩৭ লাখ ৮১ হাজার ১৬৯টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে।তিনি আরো জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৪০৮ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ৪ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ২১৭ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ৩৪ হাজার ৭০৫ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৮ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২৫ হাজার ৩৯৯ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৭ লাখ ৩৫ হাজার ৮৫৪ জন। ২৪ ঘন্টায় ৪৮২ জন এবং এ পর্যন্ত ২০ হাজার ৬৩১ জন মারা গেছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৮ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৮৯ হাজার ৭৭ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৯৮ লাখ ৪৩ হাজার ৭৩ জন। গত ২৪ ঘন্টায় ৪ হাজার ৬১২ জন এবং এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৯৫ হাজার ৭০৭ জন মারা গেছেন বলে তিনি জানান।

মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৯।।বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, যে কোন সংকটে অসহায় মানুষের পাশে মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য।

সোমবার দুপুরে টিএসসিতে ডাকসুর সদস্য তানভীর হাসান সৈকত কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও করোনার এই দুর্যোগে গত ১০০ দিন ধরে অসহায় ভাসমান মানুষকে প্রতিদিন ২ বেলা খাবার বিতরণ কর্মসূচিতে মন্ত্রী নিজের বাসা থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে এ কথা বলেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আপনারা জানেন, 'দুর্যোগে সবার আগে আসহায় মানুরে পাশে দাঁড়ায় আওয়ামী লীগ। জন্ম লগ্ন থেকে আজ অবধি বিগত ৭০ বছর মানুষের পাশে থেকে আস্থা অর্জন করেছে মাটি ও মানুষের দল আওয়ামী লীগ। সংকটে মানুষের পাশে মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দেয়াই আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য।'

তিনি বলেন, 'সংকটে সাহসী ও

ছয়ের পাতায়

করোনা পরিস্থিতিতেও সরকার বাজেটের সফল বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৯।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বলেছেন, করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে তাঁর সরকারের দেয়া ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটকে কেউ কেউ উচ্চাভিলাষি বললেও সরকার এই বাজেটের সফল বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাজেট বাস্তবায়নে আমরা অতীতে কখনও ব্যর্থ হইনি এবং ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হবো না। আমরা কখনও হতাশায় ভুগিনা। আমরা সবসময় একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাই।'

প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা সোমবার একাদশ জাতীয় সংসদের অষ্টম (বাজেট) অধিবেশনে আলোচনায় একথা বলেন। সংসদ নেতা বলেন, 'অনেকে বলছেন বাজেট একটু বেশি আশাবাদি, বা উচ্চাভিলাষি। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সবসময় আমাদের একটা লক্ষ্য থাকতে হবে। আজকে কোভিড-১৯ এর জন্য সবকিছু স্থবির। তবে, আমরা আশাবাদি যে, এ অবস্থা থাকবেনা। এর থেকে উত্তরণ ঘটবে। আজকে যদি হঠাৎ সে অবস্থার উত্তরণ ঘটে যায়, তাহলে আগামিতে আমরা কি করবো, সেটা চিন্তা করেই এই পদক্ষেপটা আমরা নিয়েছি।' দেশে পর্যাপ্ত চালের মওজুদ রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সে সংকটই আসুক না কেন, আওয়ামী লীগ সরকার তা শক্তভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে বলেও এসময় দেশবাসীকে আশস্থ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কোভিড-১৯-এর প্রভাবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে যে সাময়িক প্রয়োজন উদ্ভূত হয়েছে তা মেটানো এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যে ক্ষয়-ক্ষতি সৃষ্টি হবে তা পুনরুদ্ধারের কৌশল বিবেচনায় নিয়ে অর্থমন্ত্রী ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, এটি আওয়ামী লীগ সরকারের ১৭তম এবং বর্তমান মেয়াদের দ্বিতীয় বাজেট। আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সরকার পরিচালনা করেছিলেন সেখানে তিনটি বাজেট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সে হিসেবে এটি আওয়ামী লীগের ২০তম বাজেট। যেটি আওয়ামী লীগ সরকার এদেশকে উপহার দিয়েছে। তিনি বলেন, 'এ বাজেটে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকা রক্ষার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসৃজন ও সামাজিক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) অনুমোদন করেছে। যার মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উত্তরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, আমরা আগামী অর্থবছর হতে ৫ বছর মেয়াদি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবো যার মূল প্রতিপাদ্য হবে দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য কমিয়ে এনে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা।

শেখ হাসিনা বলেন, 'হয়তো তখন আমরা বেঁচে থাকবো না, কিন্তু কাজ আমরা করে যাচ্ছি, কর্মপন্থা দিয়ে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা যেন এটা অনুসরণ করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়।'

প্রধানমন্ত্রী আশংকা ব্যক্ত করেন, বাংলাদেশ বিগত ১২ বছরে গড়ে ১ দশমিক ৪ শতাংশ হারে দারিদ্র্য বিমোচনে সক্ষম হলেও কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে চলতি অর্থবছরে এ ধারায় কিছুটা হয়তো ছন্দপতন হতে পারে। তিনি বলেন, এ মহামারির কারণে অর্থনৈতিক কার্যক্রম থমকে যাওয়ার প্রভাবে আমাদের দেশে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারি মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা অনেকে করেছেন। তিনি বলেন, কিন্তু অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আমরা যে সুবিশাল আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করে বাস্তবায়ন শুরু করেছি, তার মাধ্যমে আমরা এ সম্ভাবনাকে অনেকটাই রোধ করতে সক্ষম হবো বলে আমি বিশ্বাস করি। 'চলতি বোরো মৌসুমে সরকার ১১ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল এবং সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের উদ্যোগ নিয়েছে যা গত বোরো মৌসুমের তুলনায় দ্বিগুণ,' উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি দেশবাসীকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই যে, সামনে যে সংকটই আসুক না কেন, আওয়ামী লীগ সরকার তা শক্তভাবে মোকাবেলা করবে এবং দেশের কোন মানুষকে অভুক্ত থাকতে দেবে না।' 'কারণ আমাদের খাদ্য চাহিদা ৩ কোটি ৭৫ লাখ মেট্রিক টন সেখানে উৎপাদন হয়েছে ৩ কোটি ৯৯ লাখ মেট্রিক টন। ২৫ লাখ টন উদ্বৃত্ত রয়েছে এবং এই উৎপাদন আমরা অব্যাহত রাখবো। কাজেই আল্লাহর রহমতে আমাদের কোন অসুবিধা হবেনা, 'যোগ করেন তিনি।

বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের এবং সরকার দলীয় জেষ্ঠ্য সাংসদ বেগম মতিয়া চৌধুরীও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এ সময় স্পিকারের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'কোভিড-১৯ মোকাবেলা এবং এর অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা গতানুগতিক বাজেট হতে সরে এসে সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন নিয়ে এসেছি। স্বাস্থ্য খাতকে এবার সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, এবং করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে এখাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ, প্রণোদনা ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, 'কোভিড-১৯ মোকাবেলায় চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে জনজীবনকে সুরক্ষার লক্ষ্যে ন্যাশনাল প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্ল্যান প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন আরম্ভ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় বর্তমানে ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।' 'তাছাড়া কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাজেট বরাদ্দের দিক দিয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অবস্থান পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে যা গত অর্থবছরে ছিল অষ্টম স্থানে, যোগ করেন তিনি।

তিনি বলেন, সরকার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্যন্ত অল্প সময়ে ২ হাজার ডাক্তার ও ৬ হাজার নার্স নিয়োগ দিয়েছে। আরও ২ হাজার ডাক্তার ও ৪ হাজার নার্সের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের শীঘ্রই নিয়োগ দেওয়া হবে। হেল টেকনোলজিস্ট, কার্ডিওগ্রাফার এবং ল্যাব এটেনডেন্টের ৩ হাজার নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী করোনাভাইরাস পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে এ পর্যন্ত তার সরকার ঘোষিত প্রায় ১ লক্ষ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকার ১৯টি প্রণোদনা প্যাকেজের পুনরোল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের চলমান দুর্নীতি বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখারও দৃঢ় প্রত্যয় পুণর্ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি বিরোধী দলীয় উপনেতার বক্তৃতার সঙ্গে একমত পোষণ করে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের সেবাদানকারী চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এক মাসের খাবারের বিল ২০ কোটি টাকা কি করে হয়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'এখানে বিরোধী দলের উপনেতা ঠিকই বলেছেন, থাকা-খাওয়া বাবদ মেডিকেল কলেজের হিসেব অনুযায়ী ২০ কোটি টাকা ব্যয় একটু বেশিই মনে হচ্ছে। তবে, এটা আমরা তদন্ত করে দেখছি, এত অস্বাভাবিক কেন হবে। এখানে কোন অনিয়ম হলে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।'

শেখ হাসিনা দৃঢ় দৃষ্টে বলেন, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত থাকবে, এক্ষেত্রে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। দুর্নীতি সমূলে উৎপাটন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।' তিনি আরো বলেন, 'দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং আমাদের অর্জনসমূহ সমুন্নত রাখতে সরকার দুর্নীতি বিরোধী লড়াই অব্যাহত রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির সর্বশেষ পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, তাঁর সরকারের যথাযথ এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর হার নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। যদিও একটি মৃত্যুও তাঁর সরকারের কাম্য নয়। তিনি বলেন, করোনায় আক্রান্তের তুলনায় বাংলাদেশে মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৬ শতাংশ। যেখানে ভারতে ৩ দমমিক ০৮, পাকিস্তানে ২ দশমিক ০৩, যুক্তরাজ্যে ১৪ দশমিক ০৩ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৫ শতাংশ।' '২৮ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১ লক্ষ ২ হাজার জন। তন্মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন ৫ লক্ষ ১ হাজার ৬৪৪ জন। বিশ্বে আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যুর হার ৫ দশমিক ০১ শতাংশ। একই সময়ে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৮৭ জন রোগী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন ১ হাজার ৭৩৮ জন এবং ৫৫ হাজার ৭২৭ জন সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন',বলেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা চেষ্টাকরে যাচ্ছি কিভাবে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া যায় এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য বার বার জনগণকে আহবান জানাচ্ছি। নিজেকে সুরক্ষিত রাখা এবং অপরকে সুরক্ষিত রাখাটা সকলের দায়িত্ব। তাই আশা করি সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।' প্রধানমন্ত্রী করোনা পরবর্তী সময়ে বিশেষ খাদ্যভাব দেখা দেওয়ার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ মহলের আশংকার সঙ্গে একমত পোষণ করে সারাদেশে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যাপক বৃক্ষরোপনের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, করোনাত্তোর কৃষিখাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদন, বাজারজাতকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে খাদ্য সঙ্কট যাতে তৈরী না হয় সেদিকে নজর দেওয়াই আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। করোনা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোনভাবেই যাতে খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি না হয় সে জন্য এক ইঞ্চি আবাদি জমিও ফেলে না রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে আমি কৃষি মন্ত্রণালয় ও তার সকল সহযোগী সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করেছি- 'কোন জমি ফেলে রাখা যাবেনা কারণ বিশ্বজুড়ে মহাদুর্ভিক্ষ হতে পারে।'

সরকার প্রধান বলেন,'দেশবাসীকে আমি আহবান জানাবো যে, যার যেখানে যেটুকু জমি আছে সেখানে যে যা পারেন তাই উৎপাদন করেন, উৎপাদন বাড়ান, নিজের খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষিত করেন। সরকার যা যা করার তা করবে।' প্রধানমন্ত্রী আম্পান দুর্যোগ আসার আগেই বোরো ধান গোলায় তুলতে দেশব্যাপী কৃষককে সহায়তা প্রদান করায় ছাত্রলীগ, কৃষক লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'গত এক দশকে সরকারি গুদামে খাদ্যশস্য ধারণক্ষমতা আমরা প্রায় ২২ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করতে পেরেছি এবং এর ফলে করোনা সঙ্কটের শুরুতে সরকারি গুদামে রেকর্ড পরিমাণ ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদ ছিল।' তিনি বলেন, 'দীর্ঘ ৬৬ দিন সারাদেশে ছুটি ও চলাচল সীমিত থাকলেও দেশের কোথাও খাদ্য ঘাটতি বা নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্কট আমরা হতে দেইনি।' 'নিম্ন আয় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কাযর্কমের আওতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে', উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আগামী অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা ভাতা এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীরসংখ্যা ১১ লক্ষ ৫ হাজার জন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হিসেবে তৎকালীন ১৯টি থানায় যে 'পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম' শুরু করেন যা বর্তমানে দেশের সকল জেলায় প্রত্যেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

তাঁর সরকার বরাবরই শিক্ষা খাতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে ৯৫ হাজার ৩০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা জিডিপির ৩.১ শতাংশ এবং মোট বাজেট বরাদ্দের ১৭ শতাংশ।'

তিনি বলেন, 'করোনার এই মহামারির মধ্যেও আমরা বিশেষ ব্যবস্থায় ১ কোটি ৩৭ লক্ষ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা প্রদান করেছি। এছাড়াও মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নতুন পোশাক, জুতা ও ব্যাগ ক্রয়ের জন্য ১ হাজার টাকা করে আগামী ডিসেম্বর মাসে প্রদান করা হবে।' 'নন এমপিও ভুক্ত যারা তাদের জন্যও আমরা ৪৬ কোটি টাকার ওপরে বরাদ্দ দিয়েছি', বলেন তিনি। তিনি আরো বলেন, এছাড়া, গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল করা এবং গ্রামে বসবাসরত দরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম এর জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় মোট উপকারভোগীর সংখ্যা হলো ১২ কোটি ৩৩ লাখ ৫৫ হাজার জন উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন,'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আগামী অর্থবছরে ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যা মোট বাজেট বরাদ্দের ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ এবং জিডিপি'র ৩ দশমিক ০১ শতাংশ।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গত ২ মে, ২০২০ দ্যা ইকনোমিস্ট একটি গবেষণা প্রতিবেদনে চারটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে সবল অর্থনীতির ৬৬টি দেশের তালিকা করেছে, সেখানে বাংলাদেশ শক্তিশালী নবম অবস্থানে রয়েছে।

তিনি বলেন,' চলতি জুন মাসেই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড ৩৫ বিলিয়ন এবং প্রবাস আয় ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। এছাড়া, ইন্সটিটিউট ফর ইকোনমিক্স এন্ড পীস কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 'টুয়েন্টি টুয়েন্টি গ্লোবাল পীস ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৪ থেকে ৭ ধাপ এগিয়ে হয়ে ৯৭ তে উন্নীত হয়েছে। তিনি বলেন,'কাজেই আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে আমরা সফলভাবে এ মহামারীর অর্থনৈতিক প্রভাব কাটিয়ে উঠে উন্নয়নের অভিযাত্রায় পুনরায় শামিল হবো। কারণ, বিশ্ব মানদণ্ডে আমাদের রয়েছে শক্তিশালী আর্থ-সামাজিক অবস্থান।' আগামী বাজেটকে জনবান্ধব, উন্নয়নমুখী ও সুষম আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী এই বাজেটের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরো এগিয়ে যাবে বলেও প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আটার প্যাকেটে টাকা দানের খবরকে 'গুজব' বললেন আমির খান

দিল্লির বস্তিবাসীদের মধ্যে আটার প্যাকেটের ভেতর ১৫ হাজার টাকা দানের যে খবর ভারতীয় গণমাধ্যমে ছড়িয়েছে সেটিকে গুজব বলে উড়িয়ে দিলেন বলিউড তারকা আমির খান।মঙ্গলবার এক টুইটবার্তা তিনি বলেন, "আটার ব্যাগের মধ্যে আমি ১৫ হাজার টাকা রাখিনি। হয় এটি পুরোপুরি একটি মিথ্যা তথ্য অথবা যে রবিনহুড কাজটি করেছেন তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চাইছেন।"এনডিটিভি এক খবরে বলা হয়, সপ্তাহখানেক আগে আমির খানকে নিয়ে একটি টিকটক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল লকডাউনের এই সময়ে অসহায়দের মধ্যে আটার প্যাকেটে ১৫ হাজার টাকা দান করেছিলেন।সেই ত্রাণ কার্যক্রমের সঙ্গে আমির খানের যুক্ত থাকার দাবি করা হয়েছি সেই ভিডিওতে।

বিষয়টি নিয়ে তার কোনো বক্তব্য না মিললেও সপ্তাহ খানেক পর এক টুইটবার্তায় ঘটনাকে উড়িয়ে দিলেন আমির।আমির খান কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন কীভাবে সাহায্য করেছেন, সে সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় এখনও পর্যন্ত কিছুই জানাননি।গত মাসে করোনা সঙ্কট মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ত্রাণ তহবিলে সহায়তা করেছেন আমির খান। বলিউডের কলাকুশলীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আসছে বড়দিনে মুক্তি পাচ্ছে এ অভিনেতার চলচ্চিত্র 'লাল সিং চাড্ডা'।

সুশান্তের স্মরণে ৫৫০ পরিবারকে খাওয়াবেন ভূমি

ইনস্টাগ্রামে সুশান্ত সিং রাজপুতের ছবি—সংবলিত একটি পোস্ট দিয়ে সুশান্তের স্মরণে এই ভোজের কথা জানান। ভূমি লেখেন, 'সুশান্তের চমৎকার স্মৃতি স্মরণে আমরা সাড়ে পাঁচ শ দরিদ্র পরিবারকে একবেলা খাওয়ানোর উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এই ভোজের আয়োজন সম্পন্ন হবে। আসুন, আমরা একে অন্যের প্রতি আরও সহমর্মিতা প্রদর্শন করি। ভালোবাসা ছড়াই। অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এই মুহূর্তে এটি আরও বেশি জরুরি।'

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুতে বলিউডের ঝড় যেন থামছেই না। এদিকে 'স্বজনপ্রীতি'র অভিযোগের তীর বুকে নিয়ে রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন করণ জোহর। অন্যদিকে সুশান্তের স্মরণে ৫৫০ পরিবারকে একবেলা খাওয়াবেন সহকর্মী ভূমি পেড়নেকার।১৪ জুন উপমহাদেশের বিনোদন দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে কারও দিকে অভিযোগের আঙুল না তুলেই নীরবে-নিভৃতে এক বুক হতাশা আর বিষণতা নিয়ে চলে গেলেন বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। সুশান্ত আর ভূমি একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া 'শোনচিড়িয়া' ছবিতে। ৩০ বছর বয়সী ভূমি পেড়নেকার সুশান্তের মৃত্যুতে তাঁর সম্মানে আর্থ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে একটি ভোজের আয়োজন করবেন। ৫৫০ পরিবারের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে সেখানে।৫৫০ পরিবারের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ভারতীয় অভিনয়শিল্পী, পরিচালক ও প্রযোজক অভিষেক কাপুরের স্ত্রী প্রজ্ঞা কাপুর ও বলিউড তারকা ভূমি পেড়নেকার আর্থ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা। পাঁচ ঘণ্টা আগে ভূমি পেড়নেকার

করণ জোহরের পাশে স্বরা ভাস্কর

সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যার কোনো কারণ তিনি নিজে জানাননি। দেননি কোনো আভাস, লিখে যাননি কোনো সুইসাইড নোটও। তাঁর নীরবতা শতগুণ হয়ে আওয়াজ তুলছে। সেই হুংকারে ইতিমধ্যে তারকা পুত্র—কন্যারা কোণঠাসা। সোনম কাপুর তাঁর ইনস্টাগ্রামের মন্তব্যের ঘর বন্ধ করে রেখেছেন, সোনাক্ষী সিনহা টুইটার থেকে বিদায় নিয়েছেন। অন্যদিকে রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন করণ জোহর। এমন অবস্থায় করণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বলিউডের বাইরে থেকে এসে জায়গা করে নেওয়া এক এক বলিউড তারকা। না, তিনি কোনো তারকাকন্যা নন, তিনি 'রানঝানা', 'তনু ওয়েডস মনু', 'ভিরে দি ওয়েডিং', 'প্রেম রতন ধন পায়ো'খ্যাত অভিনয়শিল্পী স্বরা ভাস্কর।

কেবল বলিউডের বাইরের মানুষেরই নন, বলিউডের ভেতরের অসংখ্য মানুষও কঙ্গনা রনৌতের সুরে সুর মিলিয়ে আঙুল তুলছেন করণ জোহরের দিকে। তাঁদের অভিযোগ, করণই বলিউডে স্বজনপ্রীতির পতাকা বহন করে আসছেন। তিনি বলিউডের রথী—মহারথীদের পুত্র, কন্যা ও আত্মীয়স্বজনদের বলিউডে কাজ দিয়ে আসছেন। আর বলিউডের বাইরে থেকে আসা মেধাবীরা কাজ পান না। এমনকি সুশান্তের মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী করে করণের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। এদিকে করণের পাশে এসে দাঁড়ালেন স্বরা ভাস্কর। যদিও তিনি সরাসরি করণ জোহরের পক্ষ নিয়ে কিছু বলেননি। তবে স্বরার বক্তব্য, করণ জোহরের চ্যাট শো

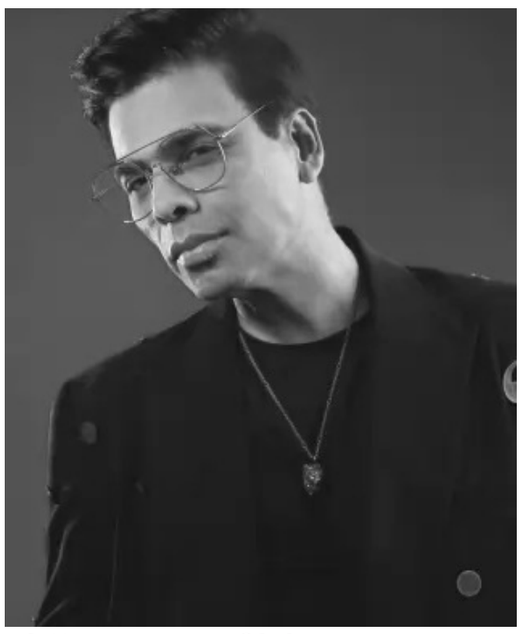

'কফি উইথ করণ' থেকে স্বজনপ্রীতি নিয়ে যেসব কথা বলা হয়েছে, যেগুলো এখন তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করছে, সেগুলো চাইলেই সরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। যিনি তাঁর শোতে উপস্থিত হয়ে যা বলেছেন, তিনি সেগুলো সেভাবেই প্রকাশ করেছেন। এ জন্য করণ জোহরকে কৃতিত্ব দিতে হবে বলে মনে করেন স্বরা।

'ভুতুড়ে' বিদ্যুৎ বিল নিয়ে ঝামেলায় বলিউড তারকাও

ভাবছেন বাড়তি বিল বা প্রচলিত কথায় ভুতুড়ে বিল নিয়ে আপনিই ভুগছেন। ভুল ভাবছেন, বলিউড তারকারাও নিস্তার পাচ্ছেন না ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিল থেকে। যেমন তাপসী পান্নু। বিদ্যুৎ বিল দেখে আঁতকে উঠেছেন বলিউডের এই অভিনেত্রী। মে মাসে যেখানে তাপসীর বাড়ির বিল ছিল ৩ হাজার ৮৫০ টাকা, সেটি জুন মাসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ হাজার টাকায়। যদিও তাপসীর টুইট দেখে মজা করে তাঁর ভক্তরা বলছেন, তাপসীর সিনেমা 'হিট' দেখেই বিদ্যুতের বিল ১০ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।এ তারকা নিজেই জানালেন, ওই বাড়ি নাকি ছিল লকডাউনে বন্ধ। তিনি এই ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিলের বিষয়টি নিয়ে টুইটারে লিখেছেনও। তাঁর কথা, নতুন কেনা হয়েছে এই অ্যাপার্টমেন্ট। তিন মাস লকডাউনে সেখানে কেবল প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ঢোকা হয়েছে। আর তাতেই কিনা এই বিল। তাপসী অবাক হয়েছেন। তাঁর মনে প্রশ্ন, তাহলে কি না জানিয়ে কেউ সেখানে থাকছে?

গত রোববার টুইটারের দেওয়ালে তাপসী লেখেন, 'লকডাউনের তিন মাস...এবং আমি এটা ভেবেই পাচ্ছি না গত এক মাসে আমার বাড়িতে কোনো নতুন ইলেকট্রনিকস জিনিসটা আমি কিনেছে বা ব্যবহার শুরু করেছি, যে কারণে আমার বিদ্যুতের বিল এই পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। আদানি ইলেকট্রিসিটি মুম্বাই, আপনারা ঠিক কোন ধরনের বিদ্যুতের মাশুল নিচ্ছেন?' এই টুইটের সঙ্গে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে দুটি বিলের স্ক্রিনশটও যোগ করেন তাপসী। যেখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এক মাসে নায়িকার বিদ্যুতের বিল বেড়েছে ৩৬ হাজার ১৬০ টাকা।

একজন তারকা বিদ্যুৎ বিল নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলাটা হয়তো আপনার কাছেও অন্য রকম ঠেকছে। তবে তাপসী এত সিরিয়াস হওয়াটা যুক্তিযুক্তও। কারণ, তাপসীর মুম্বাইয়ের এই অ্যাপার্টমেন্ট আপাতত তালাবন্ধ। নায়িকা লকডাউনের শুরু থেকেই রয়েছেন দিল্লিতে তাঁর পরিবারের সঙ্গে। তাই নতুন কেনা খালি বাসার বিদ্যুতের বিল কীভাবে ৩৬ হাজার টাকা হতে পারে, ভেবে কূলকিনারা করতে পারছেন না তাপসী। তিনি বলেছেন, 'আমার খালি বাড়িতে কি কেউ ঢুকে পড়ে আমার সম্পত্তি ব্যবহার করছে! কারণ, এই অ্যাপার্টমেন্টে কেউই থাকে না। এখন শুধু সপ্তাহে একবার বাড়ি পরিষ্কারের জন্য দরজা খোলা হয়। তাপসীর টুইট দেখামাত্র জবাবে আদানি ইলেকট্রিসিটির তরফে অভিযোগ দায়ের করার জন্য একটি লিংক দেওয়া হয় নায়িকাকে। কিন্তু সেটিও কাজ করছে না বলে জানিয়েছেন তাপসী। নায়িকার মতে, 'এটা আরও বড় অপমান।'

তাপসী একা নন, তিন থেকে চার গুণ বিদ্যুৎ বিল এসেছে কমেডিয়ান বীর দাস, অভিনেতা দিনো মরিয়া, অভিনেত্রী আমায়রা দস্তুর, শ্রুতি শেঠসহ শোবিজ জগতের অনেক তারকারই।

টুইটারে স্বরা এমনটা লিখলে একজন টুইটার ব্যবহারকারী প্রশ্ন করেন, 'আপনি কেন এ রকম একজন একপেশে পরিচালক আর প্রযোজকের পক্ষ নিচ্ছেন?' উত্তরে স্বরা বলেন, 'না, করণের সঙ্গে আমার কোনো ছবি আসছে না। আমি কেবল যা ন্যায্য সেটাই বলছি।'করণের চ্যাট শোতেই ফারহান আখতার বলেছিলেন, তাঁর চোখে বলিউডের সেরা মেধাবীদের একজন সুশান্ত। আর শিগগিরি সে তাঁর জায়গা করে নেবেন। অন্যদিকে সোনম কাপুর এই শোতেই বলেছেন, সুশান্তকে তিনি চেনেন না। আর সালমান খান ও আলিয়া ভাট বলেছেন, বলিউড তারকাদের পুত্র, কন্যা ও আত্মীয়স্বজনেরা বলিউডে আসবেন, তাতে দোষের কী?

আনুশকার মনের আশা পূরণ হলো

মাত্র ২৫ বছর বয়সেই অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা নাম লেখালেন প্রযোজনায়। শুরু করলেন 'এনএইচ১০' দিয়ে। সঙ্গী বড় ভাই কর্ণেশ শর্মা। এই দুজনে মিলে এরপর বানালেন 'পরি', 'পিল্লৌরি' ও সর্বশেষ 'বুলবুল'।এর আগে 'পাতাললোক' নামে আনুশকার ওয়েব সিরিজও বেশ হইচই ফেলে দিয়েছে। 'পাতাললোক'কে অনেকে ভারতের সেরা বা অন্যতম সেরা ওয়েব সিরিজ হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। এই সিরিজের সফলতার পর আনুশকা এখন 'বুলবুল'---এর সফলতা উপভোগ করছেন। অনলাইনে 'বুলবুল'—এর সফলতা উদ্‌যাপন করতে একটা 'সাকসেস পার্টি'ও দিয়েছেন ৩২ বছর বয়সী আনুশকা। পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়সহ এই ছবির সঙ্গে যুক্ত ২০ জন অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলী যোগ দিয়েছেন সেই অনলাইন আড্ডায়।

'পরি'র অভিনয়শিল্পী ও টলিউড তারকা ঋতাভরী চক্রবর্তী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে যখন আনুশকা ইতালিতে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন তখন 'পরি' সিনেমার শুটিং চলছিল। যখন আনুশকা নিজে বিয়ের মেকআপ নিচ্ছিলেন, তখনো নাকি তিনি ভিডিও কলে শুটিং ইউনিটের খোঁজখবর নিয়েছেন। সবার সুবিধা—অসুবিধা জেনেছেন। চরিত্রের লুক ঠিক আছে কি না, দেখেছেন। নিজের অভিনয় নিয়ে আনুশকা যতটা সিরিয়াস, প্রযোজনা নিয়েও ততটাই। নিজের প্রযোজনা নিয়ে আনুশকা ডেকান ক্রনিকলকে বলেন, 'কেউ কেউ আমার প্রযোজিত ছবিগুলোর ভেতরে কোথাও একটা মিল খুঁজে পাচ্ছেন। নারীপ্রধান, ভৌতিক, যে যা-ই বলুন না কেন, এটা কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হয়নি। তবে হ্যাঁ, আমি সব সময় নারীর শক্তি আর ভিন্ন রকম গল্পগুলোকে উদ্‌যাপন করতে চেয়েছি। বলিউডের ছবিতে প্রায় সব সময়ই নারী চরিত্রগুলো সত্যিকারের নারীদের চেয়ে বিচ্যুত, অসম্পূর্ণ ও ভারসাম্যহীন। আমি তাই অভিনয় থেকে প্রযোজনায় এসে বড় পর্দার নারী চরিত্রগুলো কিছুটা হলেও সংশোধন করতে চাই। নারীদের শক্তি, ক্ষমতা আর সংগ্রামের কথা বলতে চাই।'আনুশকা জানান, তিনি আর তাঁর ভাই এমন সব নারী চরিত্র নির্মাণ করতে চান, যেগুলো বলিউডের বড় পর্দার নারী চরিত্রের তথাকথিত সংস্কৃতিকে ভেঙে নতুন করে গড়বে। আনুশকা বলেন, 'আমি বা কর্ণেশ, আমরা কেউ পেশাদার প্রযোজক নই। তাই আমরা এমনভাবে শুরু করেছিলাম, যেখানে আমাদের হারানোর কিছু ছিল না। আমি অভিনয়শিল্পী হিসেবে যেই চরিত্রগুলো খুঁজেছি, সেগুলোকেই প্রযোজক হিসেবে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছি। আমাদের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্লিন স্লেট ফিল্মস নতুন পরিচালক, চিত্রনাট্যকার,

সুস্মিতার প্রশংসায় সালমান খান

এই না হলে কামব্যাক! বলিউডের মারকুটে অভিনেতারাও অভিনন্দন জানাচ্ছেন সুস্মিতা সেনকে। অথচ ক বছর আগেও এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল ফিল্মপাড়ায়। এই সাবেক বিশ্ব সুন্দরী কি ফিরবেন? তিনি শুধু ফেরেননি। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন হাততালিও। এবার সুস্মিতা সেনের কামব্যাকে অভিভূত হলেন বলিউডের 'ভাইজান' সালমান খান।সম্প্রতি প্রকাশ পাওয়া সুস্মিতা সেনের 'আরিয়া' ওয়েব সিরিজ মুক্তি পাওয়ার পরই প্রশংসার বন্যা ভেসে আসছে যেন। সালমান খানও সিরিজটি দেখে রোমাঞ্চিত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিয়েছেন একটি ভিডিও। সেখানে তিনি প্রশংসা করেছেন সুস্মিতার। তিনি বলেন, 'আরিয়াকে স্বাগত জানাও। সুস্মিতার ফিরে আসার সিদ্ধান্ত অবশ্যই অসাধারণ এবং দারুণ বটে।'ভাইজান আরও বলেন, "'আরিয়া" দেখার পর সুস্মিতার জন্য আমার কিছু কথা আছে। একবার যখন প্রথম পর্ব দেখতে বসলাম, সব পর্ব না দেখা পর্যন্ত উঠতেই পারলাম না। আপনারাও "'আরিয়া" দেখুন।'আর ভিডিওর ক্যাপশনে সালমান খান লিখেছেন, 'আরিয়াকে অভিনন্দন। কী ফিরে আসা! কী এক শো! ভালোবাসা তোমার জন্য, সুস্মিতা।'

এমন প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন না কেন? দীর্ঘ বিরতির পর ফিরে আসার ক্ষেত্রে কম প্রস্তুতি নিয়ে আসেননি সুস্মিতা। একেবারে আটঘাট বেঁধেই নেমেছিলেন। এই দেখুন না। এই চরিত্রের খাঁটি 'লুক' আনতে ৩০টি ভিন্ন লুক টেস্ট করতে হয়েছে তাঁকে।

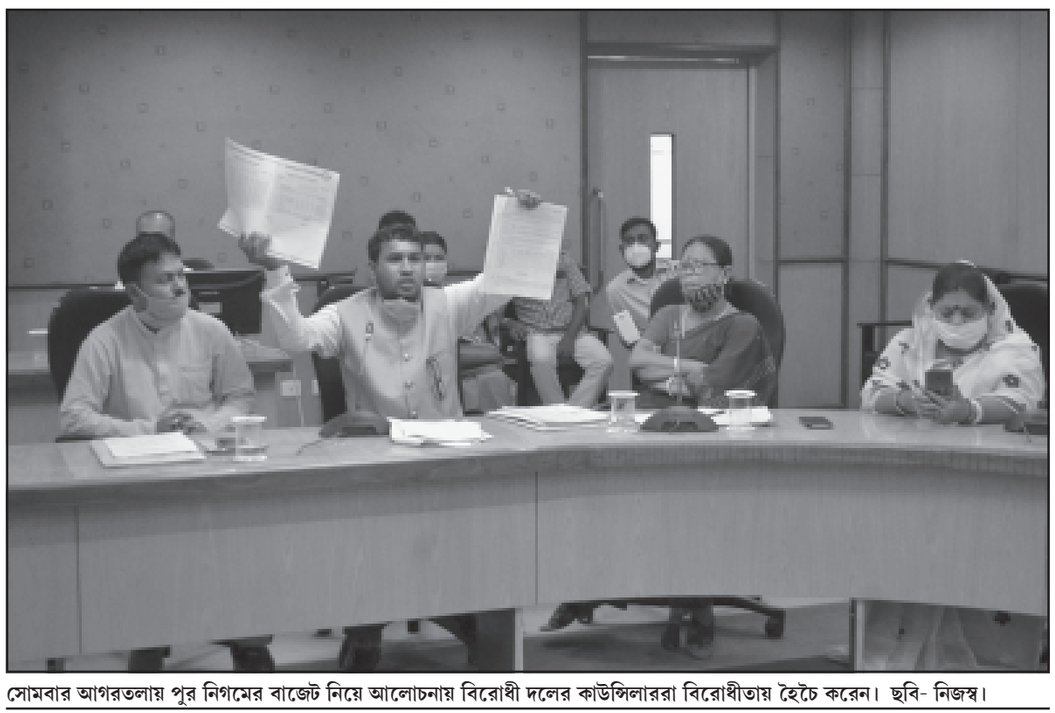

সোমবার আগরতলায় পুর নিগমের বাজেট নিয়ে আলোচনায় বিরোধী দলের কাউন্সিলাররা বিরোধীতায় হৈচৈ করেন। ছবি- নিজস্ব।

সপ্তাহে দুদিবসীয় লকডাউনের পর হাফলঙে সরকারি বিধি আমান্য মানুষের

হাফলং (অসম), ২৯ জুন (হি.স.) : শনি ও রবিবার, সপ্তাহে দুদিন লকডাউন জারি করা হয়েছে কামরূপ মহানগর ছাড়া রাজ্যের সব জেলায়। প্রথম দুদিবসীয় লকডাউনের পর আজ সোমবার হাফলঙে সরকারি সব নীতি নির্দেশিকা আমান্য করে বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করেছেন সাধারণ মানুষ। প্রসঙ্গত, কমরূপ মহানগর জেলায় গতকাল মধ্যরাত থেকে আগামী ১২ জুলাই পর্যন্ত সম্পূর্ণ লকডাউন জারি করা হয়েছে।

রাজ্যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন সরকার রাজ্যের পুর এলাকা ও নগর সমিতি এলাকায় শনি ও রবিবার দুদিবসীয় সাপ্তাহিক লকডাউন ঘোষণা করেছে। কিন্তু শনিবার ও রবিবার সাপ্তাহিক লকডাউন শেষ হওয়ার পর সোমবার হাফলং শহরে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে। বাজারহাটে প্রচুর ভিড় হয়।

এমন-কি বাজারে দোকানগুলিতে গ্রাহকদের মধ্যে সামাজিক দূরত্বেরও কোনও বালাই ছিল না। ব্যবসায়ীরাও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

সোমবার হাফলং বাজারের ঘটনা পাহাড়ি জেলায় কার্যত গণ-সংক্রমণকে ডেকে আনার জন্য যথেষ্ঠ বলে মনে করা হচ্ছে। ডিমা হাসাও জেলায় এখন পর্যন্ত ১১৯ জন ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় দ্বিতীয়বার করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে অনেকের। যার ফলে ডিমা হাসাও জেলায় চার চারটি এলাকাকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। এর মধ্যে রয়েছে উমরাংসো পানিমর, ছোট লংফার, নেপালিবস্তি, মাহুর, ডিনগাম গ্রাম, মাইবাং মহকুমার গুইলুংকাম গ্রাম ও হাতিখালির ডিমাহাডিং গ্রাম।

ডিমা হাসাও জেলায় প্রতিদিনই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার পরও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব দেখে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে সচেতন নাগরিকদের মধ্যে। বাইরে বেড়িয়ে আসার পরও অনেকে মাস্ক ব্যবহার করছেন না। যার ফলে গণ-সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ছে পাহাড়ে।

জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সজাগতা চালানোর পরও ডিমা হাসাও জেলায় সাধারণ মানুষ সরকারি নীতি নির্দেশিকা সহ সামাজিক দূরত্ব কিছুই মানছেন না। সোমবার এমনই দৃশ্য দেখা গেছে হাফলং বাজারে। আর এতে চিন্তিত হয়ে উঠেছে জেলার সচেতন মহল।

ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির ডিমা হাসাও জেলা শাখা হাফলং শহরে মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ব্যাপক সচেতনতা অভিযান চালাচ্ছে। রেডক্রস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক নির্মল সিং বলেন, আনলক ওয়ান চলাকালীন রাজ্যের মানুষ সরকারি নীতি নির্দেশিকা না মানার জেরে রাজ্যে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে রাজ্য সরকার লকডাউন ঘোষণা করেছে। আর তার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। তাই ডিমা হাসাও জেলায় যাতে গোষ্ঠী সংক্রমণ না হয়, তার জন্য সরকারি নীতি নির্দেশিকা সামাজিক দূরত্ব ও জনবহুল এলাকায় মাস্ক ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানান নির্মল সিং।

কাছাড়ে আরও ১০ কোভিড পজিটিভ, আক্রান্ত ৩ বিএসএফ জওয়ান সহ এক বছরের শিশু

শিলচর (অসম), ২৯ জুন (হি.স.) : কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলছে বরাক উপত্যকায়। আজ সোমবার আরও নতুন করে ১০ জন কোরোনা আক্রান্ত হয়েছেন কাছাড় জেলায়। জেলার বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে তাদের শনাক্ত করা হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে তিন বিএসএফ জওয়ান সহ এক বছরের এক শিশুও রয়েছে।

কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, নতুন পজিটিভদের মধ্যে রয়েছেন তিন বিএসএফ জওয়ান সহ এক বছরের একটি শিশু। শিশুটি তার মায়ের সঙ্গে দিল্লি থেকে এসেছিল। এছাড়া সোমবার আরও যে তিন বিএসএফ জওয়ানের দেহে করোনার উপস্থিতি ধরা পড়েছে তাঁরা হলেন রামসুধীর সিং (ফিরেছেন দিল্লি থেকে), ভরত সিং (ফিরেছেন মধ্যপ্রদেশ থেকে)। এই দুজন বড়খলার ধলছড়া ক্যাম্পে কর্মরত। তাছাড়া জোশি আঁকুড়া, তিনি বিএসএফ-এর কাঁঠাল ক্যাম্পে কর্মরত (বিমানে ফিরেছেন বেঙ্গালুরু থেকে)।

বাকি ছয় আক্রান্তরা হলেন ধোয়ারবন্দের পিন্টু রায় (২৩), জয়নগরের জাকির হুসেন বড়ভুইয়াঁ (২৩), বাঁশকান্দি তৃতীয় খণ্ডের আজিবুন্নেসা লস্কর (৩০), সোনাই রাঙ্গিরঘাট প্রথম খণ্ডের আজিজুর রহমান (২৩), নতুন কাঞ্চনপুর হাতিখালের মিয়াজুল হক আহমেদ (২৮) এবং নিয়াইরগ্রামের মাশুক আহমেদ (২৬)। এদের প্রত্যেকেরই ভ্রমণ ইতিহাস রয়েছে। কেউ ফিরেছেন দিল্লি, কেউ বেঙ্গালুরু, কেউ মেঙ্গালোর এবং হায়দরাবাদ থেকে কাছাড় জেলায় এসেছিলেন। এদিকে কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কীর্তি জল্লি এক বিজ্ঞপ্তিতে দুটি স্থানকে কনটেনমেন্ট জোন এবং দুটি স্থানকে কনটেনমেন্ট জোনমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে জয়পুর থানা এবং কাটিগড়া জিলজিকে গ্রামকে। কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষিত এই দুটি স্থানে বাইরের লোকের প্রবেশ ও কোনও ব্যক্তির বেরোনো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শিলচর নাগাটিলার বিআরটিএফ ক্যাম্পাস এবং ছোটজালেঙ্গার বাজারটিল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পিংকি রানার বাড়ি এলাকাকে কনটেনমেন্ট জোন থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ গত ১৪ দিনে এই সব এলাকা থেকে নতুন কোনও করোনা সংক্রমণের খবর মিলেনি।

গুয়াহাটি মহানগরের আরও চার নিয়ে রাজ্যে মোট ৪৪ জন পুলিশ কর্মী করোনা আক্রান্ত

গুয়াহাটি, ২৯ জুন (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আরও চার পুলিশ কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। এঁরা সকলেই গুয়াহাটি মহানগরের বিভিন্ন থানায় কর্মরত। এ নিয়ে একজন পুলিশ সুপার সহ গোটা রাজ্যে মোট ৪৪ জন আরক্ষা কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্তরা যথাক্রমে পল্টনবাজার থানার এএসআই গুঞ্জনন্দ টাইড, বিরুবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির তিনজন। তাঁরা এসআই জগদীশ কলিতা, তাঁর দেহরক্ষী এবং গাড়ি চালক। তাঁদের সবাইকে কোভিড হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। এছাড়া ফ্যান্সিবাজার পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল গণেশ বরদলৈয়ের দেহেও ধরা পড়েছে করোনা ভাইরাস। তবে কোন পুলিশ সুপার করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তার তথ্য পাওয়া যায়নি।

রাজ্যে এঁদের নিয়ে অসম পুলিশের ৪৪ জন কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন। কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ১,১২৭ জন। অতিরিক্ত পুলিশ-প্রধান (আইন-শৃঙ্খলা) জিপি সিং তাঁর টুইট আপডেটে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। টুইটে তিনি লিখেছেন, আক্রান্ত পুলিশ কর্মীরা মানসিকভাবে অত্যন্ত মজবুত। তাঁরা ভীত নন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৭,৪৯২। এর মধ্যে কেবল গুয়াহাটিতে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৯৫ জনের শরীরে পজিটিভ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে পুলিশকর্মী সহ গুয়াহাটিতে সংক্রমিত হয়েছেন মোট ১,১৫৫ জন। তাই গুয়াহাটিতে গতকাল মধ্যরাত থেকে পুনরায় লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। অসমে ৫, ০৮৮ জন রোগী এখন পর্যন্ত আরোগ্য লাভ করেছেন। সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,৩৯০। মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের।

কামরূপ মেট্রো জেলায় বলবৎ সম্পূর্ণ লকডাউন, ট্রেন ও বিমানযাত্রীদের জন্য কিছু নির্দশিকা জারি

গুয়াহাটি, ২৯ জুন (হি.স.) : করোনার গণ-সংক্রমণ ঠেকাতে রবিবার মধ্যরাত থেকে কামরূপ মেট্রো (গুয়াহাটি) জেলায় আগামী ১৪ দিন অর্থাৎ ১২ জুলাই পর্যন্ত ফের বলবৎ হয়েছে সম্পূর্ণ লকডাউন। লকডাউনের আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে বিমান ও ট্রেন যাত্রীদের। এই সকল যাত্রীর জন্য মহানগর পুলিশ প্রশাসন বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে।

রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৭,৪৯২। এর মধ্যে কেবল গুয়াহাটিতে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৯৫ জনের শরীরে পজিটিভ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে পুলিশকর্মী সহ গুয়াহাটিতে সংক্রমিত হয়েছেন মোট ১১৫৫ জন। তাই পুনরায় লকডাউন ছাড়া বিকল্প কোনও রাস্তা নেই বলে তিনদিন আগে জানিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। প্রসঙ্গত অসমে ৫,০৮৮ জন রোগী এখন পর্যন্ত আরোগ্য লাভ করেছেন। সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,৩৯০। মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। গতকাল রাত থেকে কামরূপ মেট্রো জেলায় লকডাউনে ফার্মাসি এবং হাসপাতাল ছাড়া কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, মুদি দোকান, সবজি বিক্রেতা বা অন্য কোনও ধরনের পরিষেবা খোলার অনুমতি নেই। মুদি দোকান এবং সবজির দোকান খোলার বিষয়ে সাতদিন পর পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রবিবার মধ্যরাত থেকে ৬৫ বছরের উর্ধে কোনও ব্যক্তি এবং ১০ বছরের কম কোনও শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের বাড়ির বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্তদের লকডাউনের বিধিনিষেধের আওতার বাইরে রেখেছে প্রশাসন। তাছাড়া গুয়াহাটি মেট্রো এলাকায় প্রবেশ বা বেরোতে, অর্থাৎ যাতায়াতের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে কেবলমাত্র ট্রেন এবং বিমান যাত্রীরা নিজেদের টিকিট দেখিয়ে গুয়াহাটিতে প্রবেশ করতে পারবেন।

তাই ট্রেন এবং বিমান যাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে গুয়াহাটি মেট্রো পুলিশ। নিজেদের টিকিট দেখিয়ে গুয়াহাটি প্রবেশ কিংবা নির্গমন করতে হলে কামরূপ মেট্রোপলিটন জেলার সরকারি পরিবহণ এএসটিসি বাস পরিষেবা দেওয়া হবে মহানগরের বিভিন্ন পিকআপপয়েন্ট থেকে বিমানবন্দর এবং রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত।

নিম্নলিখিত থানা এবং পুলিশ ফাঁড়ি প্রাঙ্গণকে পিকআপপয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে গুয়াহাটি মেট্রো পুলিশ। এগুলি যথাক্রমে ১. দিশপুরথানা, ২. নুনমাটি থানা, ৩. পানবাজার থানা, ৪. লতাশিল থানা, ৫. পল্টনবাজার থানা, ৬. ভরলুমুখ থানা, ৭. গীতানগর থানা, ৮. জালুকবাড়ি থানা, ৯. বশিষ্ঠ থানা, ১০. ফাটাশিল আমবাড়ি থানা, ১১. হাতিগাঁও থানা, ১২. গড়চুক থানা, ১৩. ভাঙাগড় থানা, ১৪. সাতগাঁও থানা, ১৫. চানমারি থানা, ১৬. ফ্যান্সিবাজার পুলিশ ফাঁড়ি, ১৭. মালিগাঁও পুলিশ ফাঁড়ি, ১৮. ওদালবাক্রা পুলিশ ফাঁড়ি, ১৯. বিরুবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ি, ২০. জোড়াবাট পুলিশ, ২১. আইএসবিটি পুলিশ ফাঁড়ি এবং ২২. পানিখাইতি পুলিশ ফাঁড়ি।

ওই সব পিকআপপয়েন্ট থেকে প্রতিদিন সকাল ৫-টা থেকে ৭-টা, ৯-টা, ১১-টা, ১-টা, ৩-টা, ৫-টা এবং সন্ধ্যারাত ৭-টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট বাস চলাচল করবে। গুয়াহাটির যে কোনও নগারকি যদি আকাশপথে কিংবা ট্রেনে যাত্রা করতে চান, তা হলে বিমানবন্দর এবং রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট যাত্রীকে তাঁর নাম-ঠিকানা ইত্যাদি বিস্তারিত বর্ণনা করে রেজিস্টার করতে হবে

এছাড়া নিম্নলিখিত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরের মাধ্যমেও নাম ঠিকানা ইত্যাদি বর্ণনা করে রেজিস্টার করার ব্যবস্থা করেছেন পুলিশ কর্তৃপক্ষে। এগুলি যথাক্রমে — ৬০২৬৯ ০০৬৩৭, ৬০২৬৯০০৯৬৯, ৬০২৬৯ ০০৬৩৮, ৬০২৬৯০০৯৭০, ৬০২৬৯ ০০৬৩৯, ৬০২৬৯০০৯৭১, ৬০২৬৯ ০০৯৬৬, ৬০২৬৯০০৯৭২, ৬০২৬৯ ০০৯৬৭, ৬০২৬৯০০৯৭৩, ৬০২৬৯ ০০৯৬৮ এবং ৬০২৬৯০০৯৭৬

এই হেল্পলাইন পরিষেবা প্রতিদিন বেলা ১০.০০টা থেকে রাত ১০.০০ পর্যন্ত খোলা থাকবে বলেও জানানো হয়েছে। এছাড়া অনিবার্যভাবে সংশ্লিষ্টদের নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে যাত্রার ২৪ ঘণ্টা আগে। সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য যেমন যাত্রীর সম্পূর্ণ নাম, মোবাইল নম্বর, পিকআপপয়েন্টের নাম, ফ্লাইট / ট্রেনের নম্বর, ফ্লাইট এবং ট্রেন ছাড়ার সময়, তারিখ, পিএনআর (কোড নম্বরও দিতে বলা হয়েছে যাত্রীদের।

এখানেই শেষ নয়, এএসটিসি বাসের পরিষেবা নেওয়ার আগমুহূর্তে যাত্রীদের ট্রেন ও ফ্লাইটের টিকিট প্রদর্শন করতে হবে ডিউটি আধিকারিককে। তবে যাঁরা ব্যক্তিগত বা ভাড়া গাড়ি নিয়ে বিমানবন্দর এবং রেলওয়ে স্টেশনে পিকআপও ড্রপের জন্য ব্যবহার করতে চান তাঁদের অগ্রিম নাম রেজিস্টার করতে হবে না। কিন্তু, গাড়ির ড্রাইভারকে পিকআপবা ড্রপ করার সময় যাত্রীর ফ্লাইট বা ট্রেনের টিকিট সঙ্গে রাখতে হবে, স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ছয়গাঁওয়ের গ্যারেজে এটিএম, ডাকাতের ঘর থেকে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা, আটক মহিলা সহ চার

বকো (অসম), ২৯ জুন (হি.স.) : মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশি অভিযানে অসমের কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত ছয়গাঁওয়ের চাম্পুপাড়ায় এক গ্যারেজ থেকে উদ্ধার হয়েছে ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের কাটা এটিএম। এছাড়া ওই গ্যারেজ মালিক মজিবরের ঘর থেকে এটিএম কেটে চুরির নগদ ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকাও উদ্ধার করেছে ছয়গাঁও পুলিশ।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, দক্ষিণ কামরূপের ছাটাবাড়িতে অবস্থিত ছয়গাঁও উদ্যোগ বিকাশ কেন্দ্রের এক নম্বর গেটে সংলগ্ন স্থান থেকে রবিবার রাতে কতিপয় ডাকাত টাকা ভরতি

ছয়ের পাতায়

জটিল গোলাঘাটের বন্যা পরিস্থিতি, ৬৫টি গ্রামের ২৯, ৬৫২ জন মানুষ গৃহহারা, প্লাবিত ৭৯৪.৯৩ হেক্টর কৃষিজমি

গোলাঘাট (অসম), ২৯ জুন (হি.স.) : অতিবৃষ্টিতে ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় ক্রমশ জটিল হচ্ছে অসমের গোলাঘাট জেলার বোকাখাত মহকুমার বন্যা পরিস্থিতি। বন্যার জলে জেলার ৬৫টি গ্রামের ২৯,৬৫২ জন মানুষ গৃহহারা হয়েছেন। প্লাবিত হয়েছে ৭৯৪.৯৩ হেক্টর কৃষিজমি।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গোলাঘাটের তিনটি সার্কল বোকাখাত, দেড়গাঁও এবং খুমটাই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে বন্যায়। এর মধ্যে বোকাখাতের কাজিরঙা মৌজা সহ ৩৪টি গ্রাম, দেড়গাঁওয়ের ১৭টি গ্রাম এবং খুমটাইয়ের ১৪টি গ্রাম এখন পর্যন্ত বন্যার জলে প্লাবিত। চাষের জমিগুলিতে বন্যার জল ঢুকে প্রচুর শাকসবজি পঁচে নষ্ট হয়েছে। আধাপাকা বোরো, শালি ধান, আখ,

ছয়ের পাতায়

মহিলা পুলিশকর্মী করোনায় আক্রান্ত হলেও কন্টেইন্ড করা হয়নি তাঁর কর্মক্ষেত্র বাজারিছড়া থানাকে, আতঙ্ক

বাজারিছড়া (অসম), ২৯ জুন (হি.স.) : বাজারিছড়া থানার জনৈক মহিলা পুলিশকর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। কালাছড়া গ্রামে মহিলাটির বাড়ি এবং সংলগ্ন এলাকাকে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ওই মহিলা পুলিশ কর্মীর কর্মক্ষেত্র বাজারিছড়া থানা ও সংলগ্ন এলাকাকে এখন পর্যন্ত কন্টেমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি। এ ঘটনায় এলাকার সচেতন মহলে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে চলেছেন নেটিজেনরা। স্থানীয়রা জানান, গত বৃহস্পতিবার ২৫ জুন মহিলা পুলিশ কর্মীটি আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে প্রশাসন সহ স্বাস্থ্য বিভাগ পুরো ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে দায়সারা অবস্থান গ্রহণ করছে। অভিযোগ, ২৫ তারিখ মহিলা পুলিশ কর্মীর লালারস পরীক্ষায় তাঁর শরীরে করোনার উপস্থিতি ধরা পড়ে। কিন্তু তিনি তার আগের দিন ২৪ জুন পর্যন্ত বাজারিছড়া থানায় নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন। ফলে থানার একাংশ পুলিশ কর্মী ওই মহিলার সংস্পর্শে এসেছিলেন।

বিস্ময় প্রকাশ করে স্থানীয়রা বলেছেন, মহিলা পুলিশ কর্মীর শরীরে করোনার উপস্থিতি ধরা পড়ার পর পুলিশ প্রশাসন সহ স্বাস্থ্য বিভাগ শুধু আক্রান্তের বাড়ি ও সংলগ্ন এলাকাকে কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করলেও থানা এলাকাকে ছাড় দিয়েছে কেন? প্রশাসন ইচ্ছা করলে থানা এলাকাকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করে ওই পুমহিলার সংস্পৃটষ্ট অন্য পুলিশ কর্মীদের ১৪ দিনের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়ে অন্যত্র থানার কাজকর্ম চালাতে পারত। কিন্তু সে পথে কেন হাঁটেনি পুলিশ কিংবা স্বাস্থ্য বিভাগ? তাঁরা বলেছেন, থানা থেকে নতুন করে যে করোনা ভাইরাস ছড়াবে না তার নিশ্চয়তা কে দেবে? বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন আতঙ্কিত এলাকাবাসী।

আইসিসির এলিট প্যানেলে ঠাঁই পেলেন ভারতীয় আম্পায়ার নীতিন মেনন

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.) : আইসিসির ইতিহাসে সবথেকে কম বয়সী আম্পায়ার হিসেবে এলিট প্যানেলে ঢুকে পড়লেন ভারতীয় আম্পায়ার নীতিন মেনন। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ২০২০-২১ মরশুমের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার এলিট প্যানেলের অন্তর্ভূক্ত হলেন মেনন। ইংল্যান্ডের আম্পায়ার নাইজেল লংয়ের পরিবর্তে চার সদস্যের কমিটি নীতিনকে বেছে নেয় এলিট প্যানেলের জন্য। কমিটিতে ছিলেন আইসিসির জেনারেল ম্যানেজার জিওফ আলারডিস, প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মঞ্জরেকর এবং দুই ম্যাচ রেফারি ডেভিড বুন ও রঞ্জন মদুগালে। এমন গর্বের মুহূর্তে নীতিনকে অভিনন্দন জানিয়েছে বিসিসিআই।

আইসিসির এলিট প্যানেলে ঢুকে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি নীতিন। তিনি জানিয়েছেন, বিশ্বের সেরা আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারিদের সঙ্গে নিয়মিত কাজ করার স্বপ্ন ছিল, আশা করি নিজের পারফর্ম্যান্সে কাউকে হতাশ করব না।

উল্লেখ্য, মেনন এখনও পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ৩টি টেস্ট, ২৪টি একদিনের আন্তর্জাতি ম্যাচ ও ১৬টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে আইসিসির এলিট প্যানেল আম্পায়ারের তকমা পেলেন নীতিন। তাঁর আগে শ্রীনিবাস বেঙ্কটরাঘবন ও সুন্দরম রবি আইসিসির এলিট প্যানেলের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন।

শ্রেষ্ঠত্বের গ্যারান্টি আত্মনির্ভর ভারত : মুক্তার আব্বাস নাকভি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি. স.): আত্মনির্ভর ভারত হচ্ছে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের গ্যারান্টি। জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়কমন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি। সোমবার প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্যক্রমের অধীনে ৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলা সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা মন্ডপের শিলান্যাস করেন মুক্তার আব্বাস নাকভি। এই মন্ডপ তৈরি হলে তাতে কৌশল বিকাশের প্রশিক্ষণ, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, ক্রীড়ানুষ এবং করোনা মোকাবিলায় কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

শিলান্যাসের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুক্তার আব্বাস নাকভি জানিয়েছে, দেশের সম্মান সুরক্ষা ও সমৃদ্ধির প্রতি সমর্পিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার। এই এই তিনটি লক্ষ্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য নিরন্তন কাজ করে চলেছে কেন্দ্র।অর্থব্যবস্থা হোক বা দেশের সীমান্ত সুরক্ষা হোক প্রতিটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন কীর্তি গড়ে চলেছে। সম্মানের সঙ্গে আত্মনির্ভরতার জন্য কাজ করে চলেছে। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের সমৃদ্ধ করার কাজও সমান তালে চলছে।

এদিন তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে যে দূরদর্শিতার পরিচয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন তার প্রশংসা গোটা বিশ্ব করছে। কৌশল বিকাশ যোজনা এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০ লক্ষ্য তরুণ-তরুণী উপকৃত হয়েছে। এর ৫০ শতাংশ তরুণী।

ইরান থেকে ২৬ ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিদেশমন্ত্রীকে চিঠি থারুরের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি. স.): করোনা মহামারীর জেরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে পড়েছিল বহু ভারতীয় নাগরিক। তাদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য তিন পর্যায় বন্দে ভারত মিশন প্রকল্প গ্রহণ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনটি পর্যায়ে অভিযান চালানো হয়েছে। অনেককেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এর মধ্যেই কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে চিঠি লিখে ইরানে আটকে পড়া ২৬ ভারতীয়ের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের দাবি করেছেন।

জানা গিয়েছে, ইরানে আটকে পড়া এই ২৬ ভারতীয় কেরল এবং তামিলনাড়ুর বাসিন্দা যতদিন না তাদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ইরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস যেন ওই ২৬ ভারতীয়ের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে সেই আবেদন বিদেশমন্ত্রীর কাছে চিঠিতে করা হয়েছে। একই ইস্যুতে বিদেশমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন সিপিআই নেতা বিনয় বিশবম। চিঠিতে আরও জানানো হয়েছে বন্দে ভারত মিশন প্রকল্প যে সকল জাহাজ ইরানে গিয়েছিল ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার জন্য। সেই জাহাজগুলি তালিকাতে এই ২৬ জন নাগরিক ছিল না। ফলে বিগত দুই মাস ধরে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন তারা।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি ইরানের

বাগদাদ, ২৯ জুন (হি.স.) : কাসেম সোলেইমানি হত্যা করার অভিযোগ এনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল ইরান। ট্রাম্পকে গ্রেফতার করার জন্য ইন্টারপোলকে অনুরোধ করেছে ইরান। তবে ইতিমধ্যেই ইন্টারপোল এই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। ফলে আপাতত ট্রাম্পের গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

ট্রাম্প ও ৩৫ জনের বিরুদ্ধে কাসেম সোলেইমানি হত্যা করার অভিযোগ এনেছে ইরান। খুন ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আনা হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলকে রেড কর্নার নোটিস জারি করার অনুরোধ করেছে তেহরান।

ছয়ের পাতায়

সোমবার বিধায়ক রাম প্রসাদ পাল দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্য সরকারের কাছে পূণরায় সহায়তার আর্জি নিউজ পেপার সোসাইটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। করোনার প্রকোপে লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্থ সংবাদপত্র শিল্পকে সহায়তার দাবি পূণরায় জানিয়েছে ত্রিপুরা নিউজপেপার সোসাইটি। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের অনুকরণে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণার মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছে সোসাইটি। তাতে সংবাদপত্র এবং এই শিল্পের সাথে যুক্ত সকলেই উপকৃত হবেন বলে মনে করে নিউজ পেপার সোসাইটি।

ধর্মঘটের সমর্থন এআইইউটিইউসি’র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। কয়লা খনির কার্যকর ইউনিয়ন গুলি ২রা জুলাই থেকে তিনদিনের যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে তা সমর্থন জানিয়েছে এআইইউটিইউসি। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে সোমবার এই সমর্থনের কথা জানিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক শংকর দাশ গুপ্ত।

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে অনাস্থা, আজও পথে নেই বেসরকারি বাস

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিলেও তাতে গুরুত্ব দেননি বেসরকারি বাস মালিকেরা। সোমবার থেকে রাস্তায় কোনও বাস নামান নি তাঁরা। গত কয়েকদিনের মতো আজও রাস্তায় নামছে না প্রায় ৬০০০ বেসরকারি বাস।

জারি ইরানের

পাচের পাতার পর

তবে ইন্টারপোল জানিয়েছে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিষয় নোটিস পাঠানোর নিয়ম নেই তাদের গাইডলাইনস অনুযায়ী। সেই কারণে ইরানোর অনুরোধ গ্রাহ্য করা হবে না বলে জানিয়েছে সংস্থা।

ইরানের জন্য নিযুক্ত মার্কিন বিশেষ দূত ব্রায়ান হুক বলেন যে, এটা প্রোপাগান্ডা স্টান্ট। অর্থাতশুধু প্রচারের জন্য এই গ্রেফতারি পরোয়ানা ইরান জারি করেছে বলে দাবি করেন তিনি। তিনি বলেন যে এটা কেউ গুরুত্বের সঙ্গে দেখবে না। বরং ইরানের লোকদের আরও বোকা বলবে সারা বিশ্ব।বাঘদাদ এয়ারপোর্টর্রে কাছে সোলেইমানিকে হত্যা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তখন থেকেই ক্ষিপ্ত ইরান।

হেক্টর কৃষিজমি

পাচের পাতার পর

পাটের চাষ হয়েছিল। কিন্তু জলে সেগুলিও নষ্ট হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়বারের বন্যায় বোকাখাত মহকুমায় ২৩টি ত্রাণ শিবির খুলেছে জেলা প্রশাসন। গোটা জেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ১০,১৮০টি গৃহপালিত পশুর ওপর প্রভাব পড়েছে। বন্যা দুর্গতদের মধ্যে প্রশাসনের তরফ থেকে ৩০৬.৫৬ কুইন্টাল চাল, ৫৬.৬৭ কুইন্টাল ডাল, ১৭ কুইন্টাল নুন এবং সর্ষের তেল বিলি করা হয়েছে।বোকাখাত মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় কালভার্ট, অস্থায়ী সেতু বন্যার জলে ভেসে গেছে বলে খবর মিলেছে।

মহিলা সহ চার

পাচের পাতার পর

এটিএম নিয়ে যায়। এটিএমটি ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের ছিল। ডাকাত দলটি এসবিআই-এর সিকিউরিটি গার্ডের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে তাঁকে বেঁধে এটিএমটি কেটে লুট করে নিয়েছিল।

আজ সোমবার সকালে খবর পেয়ে বকো থানার ওসি যোগেন্দ্র বর্মণের নেতৃত্বে পুলিশের এক দল অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পায়। পুলিশের দলটি প্রথমেই অভিযান চালায় ছয়গাঁওয়ে চাম্পুপাড়ার বাসিন্দা জনৈক মজিবর রহমানের গ্যারেজে। প্রথম অভিযানেই সাফল্য পায় পুলিশ। তালাশি চালিয়ে গ্যারেজের ভিতর থেকে কাটা এটিএমটি উদ্ধার করেছে ওসি যোগেন্দ্র বর্মণের নেতৃত্বাধীন পুলিশের এক দল। এর পর তাঁরা হানা দেন মজিবরের ঘরে। এটিএম-এ যে নগদ ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ছিল, সেগুলি তার ঘর থেকে উদ্ধার করা হযেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে পুলিশ গ্যারেজ মালিক মজিবর রহমান, তার ছেলে নুর ইসলাম, ইউসুব আলি এবং মজিবরের পুত্রবধূকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছাত্র

● প্রথম পাতার পর

থেকে তাকে জিবি হাসপাতাল স্থানান্তর করে দেওয়া হয়। কিন্তু জিবি নিয়ে আসার পথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সুব্রত সরকার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমে এসেছে শোঁকের ছায়া।

বাংলাদেশের

● প্রথম পাতার পর

অনেকটা বিলম্ব হয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে পৌঁছনো যায়নি। আইসিপি-র জনৈক আধিকারিকের কথায়, কড়া বিধিনিষেধ আরোপ হওয়ার পর আজ প্রথম দিন ছিল। তাই বিলম্ব সত্ত্বেও মাছ আমদানিতে বাধা দেওয়া হয়নি। কিন্তু আগামীকাল থেকে নির্দেশিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে মাছ ঢুকলে তবেই ছাড়পত্র দেওয়া হবে। তাঁর সাফ কথা, সমস্ত কাগজপত্র সময়ের মধ্যে অনলাইনে জমা পড়লে তবেই মিলবে ছাড়পত্র।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

ব্যয় কমিয়ে, সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করে যে টাকা সাশ্রয় হবে তা যেন কোভিড-১৯ জনিত সৃষ্ট সাধারণ মানুষের আর্থিক সমস্যা দূর করার কাজে লাগানো যায় সেজন্য রাজ্যপালের রাজভবন প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজভবনে কোনও নতুন বড় কাজ হাতে নেওয়া হবে না, শুধুমাত্র চলতি কাজগুলি সম্পূর্ণ করা হবে। একমাত্র বর্তমান সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি কাজ ছাড়া অন্যান্য মেরামতের কাজ কমিয়ে আনা হবে। ব্যয় কমাতে এবং সামাজিক দূরত্ব সংক্রান্ত নিয়ম পালনের উদ্দেশ্যে রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হবে।

এছাড়া, অ্যাট হোম অনুষ্ঠান ও স্টেট ব্যাংকুয়েটের মতো অনুষ্ঠানে ব্যয় কমানো হবে। সেজন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে অতিথির তালিকা কমানো, সাজসজ্জায় ব্যবহৃত ফুলের পরিমাণ কমানো, খাদ্য তালিকা যথাসম্ভব সীমিত করা ইত্যাদি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এটা লক্ষ্য রাখা হবে যাতে রাজভবনের খরচ কমাতে গিয়ে আউটসোর্সিং বা চুক্তির মাধ্যমে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য যেন সহায়তা বন্ধ না হয় এবং দরিদ্র জনগণের জন্য রাজভবনের তরফে নেওয়া কল্যাণমূলক কাজ যেন ব্যাহত না হয়।

লকডাউন

● প্রথম পাতার পর

বহু রাজ্য একে একে লকডাউন আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা করছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও লকডাউন বাড়িয়েছে। আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়েছে লকডাউন। দেশে ক্রমশ বাড়ছে করোনার সংক্রমণ। হু হু করে ছড়াচ্ছে মারণ এই সংক্রমণ। উদ্বেগ বাড়ছে কেন্দ্রের।

ফের দেশবাসীর মুখোমুখি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামীকাল মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন তিনি। বিকেল চারটের সময় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার কথা তাঁর। হঠাত কেন ভাষণ, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। বড়সড় কিছু ঘোষণা করবেন তিনি? প্রশ্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে। অন্যদিকে আগামিকাল মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে প্রথম পর্যায়ের আনলন ১। বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের আনলক ২। ইতিমধ্যে সেই গাইডলাইন প্রকাশ করেছে মোদী সরকার।

নয়া এই গাইউলাইনে কি করা যাবে আর কি করা যাবে না সেই বিষয়ে জানানো হয়েছে। দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলগুলির থেকে মতামত নিয়ে এই গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন গাইডলাইনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিয়মের শিথিলতা বাড়ানো হয়েছে। যেমন নাইট কার্ফুর সময়সীমাতে বদল আনা হয়েছে। এবার থেকে নাইট কার্ফু জারি থাকবে রাত ১০টা ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। এতদিন পর্যন্ত কোনও দোকানে পাঁচজনের বেশি কারোর দাঁড়ানোর অনুমতি ছিল না। নতুন পর্যায়ে পাঁচজনের বেশি যেতে পারবে। তবে অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব মানতে হবে সবাইকে। আর তা মেনেই দোকানে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের আনলকে।তবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত কনটেনমেন্ট জোনগুলিতে জারি থাকছে লকডাউন।

মনে করা হচ্ছে সম্ভবত এই বিষয়ে দেশবাসীকে জানাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গোটা দেশজুড়ে ব্যাপক আকার নিয়েছে করোনা। ক্রমশ বাড়ছে সংক্রমণ। এই অবস্থায় একাধিক রাজ্য লকডাউনের পক্ষে। কিন্তু কেন আনলক সেই বিষয়ে হয়তো ব্যাখ্যা দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।অন্যদিকে, চিনের দাদাগিরি চলেই যাচ্ছে সীমান্তে। কুটনৈতিক স্তরে আলোচনার পর সীমান্ত থেকে চিনের সরে যাওয়ার কথা। কিন্তু স্যাটেলাইট ছবি জানাচ্ছে, এখনও ঘাঁটি গেড়ে বসে চিন। এই পরিস্থিতিতে কার্যত ডিজিটাল স্ট্রাইক করেছে মোদী সরকার। একগুচ্ছ চিনের অ্যাপ ব্যান করে দিয়েছেন।

ওবায়দুল কাদের

তিনের পাতার পর

পরীক্ষিত নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিন রাত পরিশ্রম করছেন। সংকটকালে মানুষের জীবন এবং জীবিকার সুরক্ষায় বিশেষগুরুত্বের সাথে কথা বলে, মতামত নিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, করছেন সমন্বয়। তিনি আমাদের আশার বাতিঘর। তাঁর নেতৃত্বে সকলের সহযোগীতায় আমরা এ সংকট কাটিয়ে উঠব ইনশাল্লাহ।’ ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা করোনা কালে জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অধিক সংখ্যক করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। একই সাথে কেন্দ্রীয় কমিটির ৬ জন নেতা, মন্ত্রীসভার সদস্য, দলীয় সংসদ সদস্যসহ দেশে বিভিন্ন স্তরের কয়েক হাজার নেতাকর্মী আক্রান্ত হয়েছে এবেং কয়েকজনকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, দলের নেতাকর্মী, জনপ্রতিনিধিরা এ পর্যন্ত ১ কোটি ২৫ লাখেরও বেশি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি ১০ কোটি টাকার বেশি নগদ অর্থ প্রদান করেছেন। এছাড়াও করোনা প্রতিরোধে চশমা,মাস্ক,পিপিই,সাবান, সেনিটাইজার, স্প্রে মেশিনসহ বিভিন্ন সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতীয় জীবনে যে কোন ত্যাগে তরুণরাই এগিয়ে আসে। তরুণদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে সাহস যোগাবে। আমি তরুণ, যুবক, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ত্যাগের মহিমায় উজ্জিবিত হয়ে জন মানুষের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানাচ্ছি। কর্মহীন হয়ে পরা ঢাকা শহরের ভাসমান মানুষের জন্য নতুন কর্মসূচি হাতে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আজকে ঘরে ঘরে খাবার পৌছে দেওয়া কথা বলা হয়, কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছে যাদের কোন ঘর নেই। সামনের দিন গুলোতে এই শহরে খোলা আকাশের নিচে বাস করে,যারা ফুটাপাতে বাস করে, যাদের বসবাস রেলস্টেশনে, টার্মিনালে, ফ্লাই ওভারের নিচে এই ভাসমান মানুষদের সাহায্যে ছাত্রলীগের এই তরুণরা এগিয়ে আসবে বলে আশা রাখছি। এদের কোন তালিকা নেই। এদের তালিকা আপনাদেরই তৈরি করতে হবে। ১০০ দিন শেষ হবার পরেও এই ভাসমান মানুষদের সাহায্যার্থে আপনারা নতুন কর্মসূচি নেবেন। চিকিৎসা ব্যবস্থায় সমন্বয় গড়ে তোলার আহাবান জানিয়ে সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, আমি প্রায় প্রতিদিনই হাসপাতালগুলোর মাঝে সমন্বয় গড়ে তুলার কথা বলছি। অসহায় মানুষ রোগী নিয়ে হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও ঠাই পায় না। স্বাস্থ্য বিভাগকে আমি আবারও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি। হাসপাতালে হাসপাতালে ছোটাছোটি করতে করতে অনেক রোগী পথিমধ্যেই মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। এটা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক বিষয়।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

পক্ষ থেকে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ চেয়ে ই-মেল পাঠানো হবে। তাছাড়া, ৩০ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় ব্লক স্তর পর্যন্ত আন্দোলনে মাঠে নামবেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ।

জুলাই

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল যা ইতিমধেই বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদ থেকে ইতিমধ্যেই এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামী জুলাই মাসে উল্লিখিত পরীক্ষাগুলির ফলাফল প্রকাশ করা হবে। বাতিল পরীক্ষাগুলির মূল্যায়ন পদ্ধতি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পর্ষদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

সাংগঠনিক

● প্রথম পাতার পর

স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু আগামী দিনে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের ছক তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাঁর কথায়, এডিসি নির্বাচনের রণকৌশল নির্ধারণেই আজ ওই বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, এনআরসি নিয়েই আমাদের রণনীতি স্থির করতে হবে।

এদিন আইএনপিটি সভাপতি বিজয় রাঙ্খল বলেন, আজকের বৈঠকে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত রতিমোহন জমাতিয়া এবং লাদাখে ২০ জন ভারতীয় সেনা জওয়ানের শহিদ হওয়ার ঘটনায় ২ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। তাঁর কথায়, আইএনপিটি-র সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি এবং এডিসি নির্বাচন নিয়ে রণনীতি সম্পর্কে আজকের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

ভারত

● প্রথম পাতার পর

সেনা সংঘর্ষের পর সেই অভিযোগ আরও জোরালো হয়। এমনকি কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রককেও নানা মহল থেকে এই ধরনের ভূরি ভূরি নালিশ জমা পড়ে। তার পরেই কেন্দ্রের এই কড়া পদক্ষেপ।তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৯-এ ধারায় মন্ত্রক তার ক্ষমতা ব্যবহার করে যে কোনও অ্যাপ নিষিদ্ধ করতে পারে। সেই আইন প্রয়োগ করেই এই ৫৯টি অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সোমবার জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। এই সব অ্যাপের মাধ্যমে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ঐক্য, দেশের প্রতিরক্ষা, রাজ্যগুলির সুরক্ষার ক্ষেত্রে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনাতেই এই ৫৯টি অ্যাপ ব্লক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে।গালওয়ান উপত্যকায় ভারত-চিন সেনা সংঘর্ষের পর বেজিং সাইবার হানা চালাতে পারে আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল। আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল, চিনা অ্যাপের মাধ্যমে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যও হাতিয়ে নেওয়া হতে পারে। এই উদ্বেগ সংক্রান্ত বেশ কিছু অভিযোগ পেয়েছে কেন্দ্র। এ দিনের বিবৃতিতে সেই বিষয়টি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, “নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত তথ্য এবং গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে উদ্বেগ সম্বলিত নানা অভিযোগ নাগরিক সমাজের কাছ থেকে পেয়েছে কম্পিউটার এমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (সিইআরটি-ইন)।” এই চিনা অ্যাপগুলি ব্লক করার ফলে ‘ভারতের কোটি কোটি ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহারকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত’ হবে বলেও জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

আরও বলা হয়েছে, ভারতের সাইবার স্পেসের সুরক্ষা ও সার্বভৌমত্বের কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ।তবে একটি অংশের মতে, চিনের পণ্য বাতিল না করে শুধু অ্যাপ বাতিল করে আদৌ চিনকে কড়া বার্তা দেওয়া হল, নাকি শুধুই সতর্কবার্তা পাঠানো হল ড্রাগনদের? অন্য একটি অংশের মতে অবশ্য, অ্যাপগুলি নিষিদ্ধ করে প্রথমে বার্তা দেওয়া হল। বেজিং সংযত না হলে ভবিষ্যতে যে আরও বড় পদক্ষেপ করা হতে পারে, সেই বার্তাই দিয়ে রাখল নয়াদিল্লি। তবে এক লপ্তে এতগুলি অ্যাপ নিষিদ্ধ করায় চিনের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র যে ধাক্কা খাবে, তা মেনে নিচ্ছেন সাইবার বিশেষজ্ঞ এবং অর্থনীতিবিদরা। কারণ, নিষিদ্ধ করা ৫৯টি অ্যাপের মধ্যে অনেকগুলিই ভারতে বেশ জনপ্রিয়। তার মধ্যে অন্যতম টিকটক। শুধু ভারতেই এই ভিডিয়ো অ্যাপের ইউজারের সংখ্যা ৬০ কোটির বেশি। আর সারা বিশ্বের হিসেবে এই বছরের মার্চে শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকে এই অ্যাপটির ব্যবহারকারী ১৫০ কোটি ছাড়িয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, চলতি ত্রৈমাসিকের শেষে ২০০ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে ইউজারের সংখ্যা।

এ ছাড়া হেলো, ইউসি ব্রাউজার, বিগো লাইভ, বিগো ভিডিয়ো, এমআই ভিডিয়ো কল, ক্লিন মাস্টারের মতো অ্যাপগুলির ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম নয়। ভারতে নিষিদ্ধ হলে এই সব অ্যাপগুলি দেশের বিরাট সংখ্যক ইউজার হারাবে। স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রভাব পড়বে অন্যত্রও। তবে কী ভাবে এই অ্যাপগুলি ব্লক করা হবে, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। ভারতের ক্ষেত্রে গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোর থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে, নাকি ডাউনলোড করা গেলেও সেগুলি কাজ করবে না, নাকি অন্য কোনও উপায়ে ব্লক করা হবে, সেই প্রযুক্তিগত বিষয়ে কেন্দ্রের তরফে কিছু জানানো হয়নি। তা ছাড়া ইতিমধ্যেই যাঁরা এই অ্যাপগুলি ডাউনলোড করে রেখেছেন ফোন, ট্যাব বা অন্য কোনও গ্যাজেটে সেগুলির ক্ষেত্রে কী হবে, তাও স্পষ্ট নয়। আবার চিনা ফোনগুলিতে এই নিষিদ্ধ করা অনেক অ্যাপই ইনবিল্ট থাকে। সেগুলির ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই সব বিষয়ও স্পষ্ট নয়।

মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

পঞ্চায়েত/ভিলেজ কমিটিতে নেওয়া হবে বলে সভায় জানানো হয়। সভায় জল সম্পদ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনীয়ার বি কে দেববর্মা দপ্তরের কর্মসূচিগুলি তুলে ধরে জানান, জল সম্পদ দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের উদ্যোগে এখন পর্যন্ত ১,১৭,৮৫৪.৫৬ হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে দপ্তরের ১,৭৩৮টি সেচ প্রকল্প কার্যকরী রয়েছে। বন্যা ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন শহর জনবসতি, কৃষিজমি রক্ষার্থে এ পর্যন্ত রাজ্যে ১৫৪.৪১ কিমি বাঁধ নির্মাণ এবং ৯৮ কিমি ভূমি ধস প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। তিনি জানান, ২০১৯-২০ সালে বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তায় (এস সি এ) ৯টি ডিপটিউবওয়েল খননের কাজ চলছে। সভায় তিনি ২০২০-২১ সালে দপ্তরের লক্ষ্যমাত্রা এবং এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য তুলে ধরেন। এছাড়া দপ্তরের পঞ্চবার্ষিকী কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত অবহিত করা হয়। সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, পূর্ত দপ্তরের (পানীয়জল ও স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত) প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার, মুখ্যমীর বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন।

ডোডা জেলা : ডিজিপি

আটের পাতার পর

এছাড়াও নিকেশ হয়েছে হিজবুল মুজাহিদিন কমান্ডার মাসুদ।

অনন্তনাগ-এনকাউন্টারে ৩ জন জঙ্গির মৃত্যুর খবর জানানোর পর, জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, আরও একবার সন্ত্রাস-মুক্ত হল জম্মু জোন-এর ডোডা জেলা। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে লাগাতার সাফল্য পাচ্ছে সুরক্ষা বাহিনী। সন্ত্রাস-মুক্ত হচ্ছে একের পর এক জেলা।

হাছান মাহমুদ

তিনের পাতার পর

গঠন করার পর দু’বারেই অনেকগুলো করে পাটকল চালু করা হয়েছিল এবং শ্রমিকদেরকে পাটকলের মালিকানায় অংশীদার করা হয়েছিল, মনে করিয়ে দেন তথ্যমন্ত্রী।

ড় হাছান মাহমুদ আরো বলেন, ‘যেকোনো বিষয় ভালো করে পড়ে মন্তব্য করাই হচ্ছে দায়িত্বশীল বিরোধী দলীয় নেতার কাজ, যেটি তারা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।’

ডম্বুরনগর সিডিপিও অফিসে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৯ জুন।। এম.এস.কে বলন্টিয়ার্সের অফার কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে সিডিপিও অফিসে তালা ঝুলিয়ে আইপিএফটির বিক্ষোভ। ঘটনাটি ঘটে সোমবার ডুম্বুর নগর আইসিডিএস প্রজেক্টের গন্ডাছড়া সিডিপিও অফিসে। জানাগেছে এমএসকে বলন্টিয়ার্স নিয়োগের জন্য গত বছর জুন মাসে গন্ডাছড়া সিডিপিও অফিসে আবেদনকারিদের কাগজ পত্র জমা নেন। প্রায় এক বছর পর এখন প্রতিটি অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে এক জন করে নিয়োগ পত্র দেওয়া হচ্ছে। আইপিএফটি নেতৃত্বদের অভিযোগ চাকরি প্রাপকদের একজনও তাদের দলের নেই। আইপিএফটি দলের কর্মী সমর্থকরা চাকরি কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনে এদিন সিডিপিও অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

দলের সক্রিয় সদস্য খুনের প্রতিবাদে আইপিএফটির মিছিল গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৯ জুন।। আইপিএফটি দলের সক্রিয় সদস্য ওয়ারিশ আলি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার গন্ডাছড়া মহকুমায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। এদিন বিকেল তিনটায় বিক্ষোভ মিছিলটি দলীয় পার্টি অফিস থেকে শুরু হয়ে গন্ডাছড়া বাজার সহ শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষে দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রেম সাধন ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা। প্রেম সাধন ত্রিপুরা জানান এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তিন যুবককে পুলিশ রবিবার গভীর রাতে আটক করে। এই তিন জনের সূত্র ধরে ওয়ারিশ হত্যাকাণ্ডের সাথে আরো কারা কারা জড়িত থাকতে পারে পুলিশ তা অভিলম্ভে খুজে বের করতে হবে। নতুবা আগামীদিনে দল বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করবে বলে হুশিয়ারি দেন।

পাশ

● প্রথম পাতার পর

করা হবে ৭৮ শতাংশ টাকা। বেতন ভাতা ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হবে ২২ শতাংশ টাকা। নিগম এলাকার ড্রেইন, রাস্তা সংস্কার ও আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য ৫ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এর থেকে টুয়েপ -এর টাকা পাওয়া যাবে। প্রায় ১০ কোটি টাকা এই খাতে খরচ করা যাবে। এছাড়াও নিগমের নিজস্ব আয় থেকে নিগম এলাকার ছোট রাস্তাগুলি সংস্কার করা হবে। বিরোধী পক্ষের কাউন্সিলাররা দাবি করেন প্রস্তাবিত বাজেট জনমুখি নয়। এই বাজেট সম্পন্ন জনবিরোধী হয়েছে। পরে প্রস্তাবিত বাজেটের উওর আলোচনার পর ভোটাভুটি হয় এদিন। কিন্তু অবশেষে পর্যন্ত বিপুল ভোটে পাশ হয় এই প্রস্তাবিত বাজেট। এইদিন উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র প্রফুল্ল জিৎ সিনহা, ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী, মেয়র ইন কাউন্সিলার, কাউন্সিলার সহ পুর নিগমের আধিকারিকরা।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

জানানোয় বিবাদ চরম আকার ধারণ করেছিল। সরস্বতী বিষয়টি তার বাপের বাড়ির লোকজন দেখে বারবার জানিয়ে আসছিল। বহু চেষ্টা করেও জামাতা জীবন সরকারকে পরকীয়া প্রেম থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। বারবার পরকীয়া প্রেমে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত নির্যাতন চরম আকার ধারণ করে।

এরই জের ধরে স্বরস্বতীর আত্মহত্যার ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কৈলাশহর থানার পুলিশ প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করল মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন কৈলাশহর মহিলা থানায় অভিযোগ করেছেন সরস্বতীকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কৈলাশহর মহিলা থানার পুলিশ জানিয়েছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর পুলিশ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে বলে জানিয়েছে। এদিকে আমৃতা স্বরস্বতীর বাপের বাড়ির লোকজন রা তার স্বামী জীবন সরকারকে গ্রেপ্তার এবং ওর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি জানিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সীমান্ত

● প্রথম পাতার পর

জওয়ান। পাল্টা প্রত্যাঘাতে ৪৩ জন চিনা সৈন্য নিকেশ হয়। এরপরই বিপুল সামরিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করে ভারত। ইতিমধ্যেই পূর্ব লাদাকে মোতায়েন করা হয়েছে সুখোই এম কে আই ৩০, মিরাজ ২০০০, জাগুয়ার, মিগ ২৯ যুদ্ধবিমান পাশাপাশি মূল নিয়ন্ত্রণরেখায় কর্তব্যরত ভারতীয় সেনা জওয়ানদের সুরক্ষায় আকাশে চক্কর কাটছে অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টার। সেনা মোতায়ন এবং রসদ সরবরাহের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে চিনুক হেলিকপ্টার।

সূত্রের দাবি প্রায় ৪৫ হাজার সেনা সমাবেশ করেছে ভারত। আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও মোতায়েন করা হয়েছে। বোফোর্স কমানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনা হয়েছে জিপিএস লাগানো গোলা। যা ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনীর আর্টিলারি ডিভিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।যে কোনও পর্যায় যুদ্ধ প্রস্তুতি এড়িয়ে চলতে চায় ভারত। বৈঠক এবং আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানে রাজি সাউথ ব্লক। কিন্তু বারবার চিনের সঙ্গে বৈঠক করেও কোনো সুরাহা হয়নি।

সম্প্রতি রাশিয়ায় গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সামরিক চুক্তিগুলো দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়িত করার জন্য মস্কোকে চাপ দেন। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়ে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক আইনকে সম্মান করে ভারত। অন্যদিকে রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন ভারত চোখে চোখ রেখে প্রত্যাঘাত করতে সক্ষম।মঙ্গলবারের বৈঠকে ভারতের তরফ থেকে নেতৃত্ব করবেন ১৪ নম্বর কোরের কমান্ডার লেফটেনেন্ট জেনারেল হারিন্দর সিংহ। চিনকে নেতৃত্ব দেবেন বৈঠকে মেজর জেনারেল লিন লিউ। এর আগের দুইটি বৈঠক হয়েছিল চিনের মাল্ডওতে।

সংস্কার কাজ শুরু

আটের পাতার পর

করা হচ্ছে তার স্থায়িত্ব কতটুকু হবে তা নিয়েও প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিচ্ছে শুভবুদ্ধি মহলের মধ্যে। কারণ সদুর আগরতলা থেকে বিটুমিন ও পাথর মিক্স করে প্রায় ৪০ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে সেই মিক্সার গুলি রাস্তায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলির তাপমাত্রা কতটুকু সঠিক পরিমাণে রয়েছে তাও প্রশ্নচিহ্নের মুখে। আর যেভাবে গ্রাউন্ডিং করার কথা সেভাবেও হচ্ছে না। আর কাজগুলি দেখার মত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোন আধিকারিক কেউ কাজের স্থলে দেখা পাওয়া যায়নি। এখন দেখার সংবাদ পরিবেশনের পর রাস্তার কাজ নিয়ে এবং সঠিক পরিমাণে হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য কোন প্রতিনিধি দল কাজের স্থলে পৌঁছে কিনা।

এনডিআরএফ-এসডিআরএফ

আটের পাতার পর

গোয়ালপাড়া, কামরূপ (গ্রামীণ), কামরূপ মেট্রো, মরিগাঁও, হোজাই, নগাঁও, গোলাঘাট, যোরহাট, মাজুলি, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া এবং পশ্চিম কারবি আংলং জেলা। এই ২৫টি জেলার ২,৪০৪টি গ্রামের ১৩,১৬,৯২৭ জন মানুষ সরাসরি প্রভাবিত হয়েছেন।এএসডিএমএ সূত্রটি আরও জানিয়েছে, ইতিমধ্যে ১৯টি জেলায় ২৭৩টি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। ওই শিবিরগুলিতে ২৭,৪৫২ জন বন্যার্ত আশ্রয় নিয়েছেন। এছাড়া ৭,৬৩,৭৬৪টি জীবজন্তু প্রভাবিত হয়েছে। ধেমাজি, বিশ্বনাথ, বরপেটা, বঙাইগাঁও, দক্ষিণ শালমারা, ডিব্রুগড় এবং মরিগাঁও জেলার বিভিন্ন স্থানে ৮৬টি নৌকা নিয়ে ১০,২০৭ জন এনডিআরএফ, এসডিআরএফ জওয়ান, স্থানীয় মানুষ এবং প্রশাসনের লোকজন ত্রাণ ও উদ্ধারে নেমেছেন।

খেলা

সৌরভ, শচীনকে টি—টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে দেননি দ্রাবিড়!

২০০৭ সালে রাহুল দ্রাবিড়ই ছিলেন ভারতের অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বেই সেবার ইংল্যান্ডে ভারত জিতেছিল টেস্ট সিরিজ। অথচ, একই বছরের শেষে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হলো, আর তাতে ভারত শিরোপা জয়ের গৌরব গায়ে মাখল কিনা মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে!দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেননি রাহুল দ্রাবিড়। শুধু তা-ই নয়, সেবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেননি শচীন টেন্ডুলকার ও সৌরভ গাঙ্গুলী। ধোনির নেতৃত্বে সেবার বিশ্বকাপ জেতার পর টেন্ডুলকার, সৌরভ ও দ্রাবিড় নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তের জন্য আক্ষেপে পুড়েছিলেন। টেন্ডুলকার তো তা-ও ২০১১ সালে "বিশ্বজয়ে"র স্বাদ নিয়েছেন। সৌরভ আর দ্রাবিড় সে সুযোগটাও পাননি।এই তিন তারকা কেন প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেননি সেটা জানিয়েছেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার লালচাঁদ রাজপুত। দ্রাবিড়ই নাকি সৌরভ ও শচীনকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলার, "রাহুলই সৌরভ আর শচীনকে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে দেয়নি। তরুণদের সুযোগ করে দিতেই তাঁরা বিশ্বকাপটা খেলেননি।

এই প্রস্তাব ছিল রাহুলেরই। ইংল্যান্ড থেকেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য নির্বাচিত খেলোয়াড়েরা জোহানেসবার্গ গিয়েছিল।

ধোনির নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জেতার পর শচীনের খুব আফসোস হয়েছিল।"

২০০৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কাছে হেরে প্রথম পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল ভারত। ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ের আগে ওয়ানডে বিশ্বকাপটা ভারতের জন্য বড় আক্ষেপের কারণ হয়েই ছিল। শচীন টেন্ডুলকারের জন্য এই আক্ষেপটা ছিল আরও বড়। সৌরভ ২০০৩ বিশ্বকাপে অধিনায়ক হিসেবে ভারতকে ফাইনালে তুললেও রিকি পন্টিংয়ের তাণ্ডবের কাছে হার মেনেছিলেন।এই কাহিনি আছে সৌরভ গাঙ্গুলীর বিখ্যাত আত্মজীবনী "আ সেঞ্চুরি ইজ নট এনাফ"-এ।

সৌরভ লিখেছেন যে রাহুল দ্রাবিড়ের কথাতেই তিনি ও শচীন টেন্ডুলকার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেননি। কিন্তু সেই আলোচনার কয়েক দিন পরেই দ্রাবিড় অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন। দ্রাবিড় অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেবেন, এটি জানলে তিনি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেন না বলেই আক্ষেপ করেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জেতার পরপরই দ্রাবিড় সৌরভ ও শচীনকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলার অনুরোধ করেন, "রাহুল আমাদের বলল, আমরা যা অর্জন করেছি, তা বহু বছর অক্ষুণ থাকবে। আমাদের এখন উচিত ভবিষ্যতের দিকে তাকানো। সে আমাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরামর্শ দিল।"

পুলিশ ডেকে পাঠাল শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ জয়ের নায়ককে

'২০১১ বিশ্বকাপ আমরা বিক্রি করে দিয়েছিলাম'কদিন আগে অভিযোগটি করেছিলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রীড়া মন্ত্রী মাহিন্দানন্দ আলুথগামাগে। তিনি বলতে চেয়েছেন, ২০১১ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার হেরে যাওয়া ম্যাচটি পাতানো ছিল। আলুথগামাগের এই অভিযোগের পরই সেই সময়ে শ্রীলঙ্কার প্রধান নির্বাচক অরবিন্দ ডি সিলভা বলেছিলেন, ক্রিকেটের স্বার্থে এবং শচীন টেন্ডুলকারের একমাত্র বিশ্বকাপ জয়ের মহিমাকে অক্ষুণ রাখতে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হোক।ডি সিলভার আহ্বানেই বুঝি সাড়া দিয়েছে শ্রীলঙ্কান পুলিশ। তদন্তে নেমে পড়েছে তারা। আর তদন্তের শুরুটা করছে শ্রীলঙ্কাকে ১৯৯৬ বিশ্বকাপ জেতাতে বড় ভূমিকা রাখা ডি সিলভাকে দিয়েই। শ্রীলঙ্কার পুলিশের বিশেষ তদন্ত বিভাগ তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে।ডি সিলভাকে ডেকে পাঠানোর খবরটি দিয়েছে শ্রীলঙ্কার পত্রিকা ডেইলি মিরর। বিশেষ তদন্ত বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল ডি সিলভার বক্তব্য নেওয়া হবে।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/AMB/08/2020-21 Dated: 23.06.2020

The Executive Engineer, Internal Electrification Division Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s). The details are given below;

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	DEADLINE FOR BIDDING
1.	21/EE-IED/AMB/2020-21	Rs/-22,52,968.00	Upto 17.00 Hrs. on 09.07.2020
2.	22/EE-IED/AMB/2020-21	Rs/- 22,52,968.00	
3.	23/EE-IED/AMB/2020-21	Rs/- 22,52,968.00	
4.	24/EE-IED/AMB/2020-21	Rs/- 22,52,968.00	
5.	25/EE-IED/AMB/2020-21	Rs/-22,52,968.00	
6.	40/EE-IED/AMB/2020-21	Rs/-17,49,318.00	

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/
ICA/C-806/2020-21
For and on behalf of Governor of Tripura.

(Er. Ghosh) Executive Engineer Internal Electrification Division, PWD Ambassa Dhalai Tripura.

NOTICE INVITING QUOTATION

NIT. NO.F.3 (27)/H&SC/DDH/W/P-1112020-21/1483-92 Dated, Agartala, the 25 /06/2020

The Deputy Director of Horticulture, West Tripura, Agartala invites quotation/rates on behalf of the Governor of Tripura for determining rate for providing services for Annual maintenance of Lawn, Flower/Foliage Garden, Flowering /Foliage plants in Tub, Cultivation of seasonal Flower & Vegetable throughout the year during 2020-21 at Chief Justice Bungalow Garden, Agartala.

SL. NO.	DNIT	Item	Area	Earnest money	Last date of selling tender form/ date of receiving	Cost of tender form
1	NO.F.3 -(27)/H&SC/. DDH/W/P-II/2020-21	Annual maintenance of Lawn, Flower/Foliage Garden, Flowering /Foliage plants in Tub, Cultivation of seasonal Flowers & Vegetables.	40,609 sq.ft.	Rs.2000/-	13/07/2020 upto 5.0 PM/ 15/07/2020, 11 AM to 3 PM	Rs.500/-

Date & time for BID submission:-15.07.2020 from 11.00 AM to 3.00 PM. Date & time for opening BID:- 15.07.2020 at 4.00 PM. For details related to tender may be visited website:- www.agri.tripura.gov.in & www.horti.tripura.gov.in
ICA/C-801/2020-21

(Apurba Kanti Barman)
Dy. Director of Horticulture West Tripura district

২ পয়েন্ট, ৬ ম্যাচরিয়ালকে টপকানোর আশা আছে বার্সার?

স্প্যানিশ লিগের শিরোপা দৌড়ে বার্সার সঙ্গে রিয়ালের লড়াইটা মৌসুমের শেষ দিন পর্যন্ত গড়াতে পারেনিজের খেলোয়াড়েরা যাতে কোনোভাবেই গা এলিয়ে না দেয় তা নিশ্চিত করতে জিনেদিন জিদানের চেষ্টার কমতি নেই। এসপানিওলের মাঠে ১-০ গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আরও জাঁকিয়ে বসেছে জিদানের রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সেলোনার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের হিসেবে এগিয়ে থেকে এমনিতেই শীর্ষে ছিল রিয়াল, যদিও পয়েন্টে সমতা ছিল। শনিবার সেল্টা ভিগোর মাঠে বার্সেলোনার ২-২ গোলে ড্র আর কাল রাতে এসপানিওলের বিপক্ষে রিয়ালের জয় মিলিয়ে শীর্ষে এখন রিয়ালের একাধিপত্য। লিগে আর ম্যাচ বাকি আছে ৬টি, বার্সার চেয়ে ২ পয়েন্ট এগিয়ে রিয়াল। রিয়ালের পয়েন্ট ৭১, বার্সার ৬৯।

দুই দলের ফর্মের যা অবস্থা, মাঠের বাইরেও দুই দলের যে বিপরীতমুখী অবস্থার কথা শোনা যায় স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমে, তাতে রিয়ালের ঘরেই এবার স্প্যানিশ লিগের শিরোপা যাচ্ছে বলে রায় দিয়ে দিচ্ছেন অনেকেই। কিন্তু এখানেই জিদানের আপত্তি। কোচ তিনি, অন্য যে কারও মতো তো আর এই ভাবনাটা খেলোয়াড়দের মনে ঢুকতে দিতে পারেন না! পইপই করে তাই রিয়াল কোচ বলে যান, লিগের লড়াই শেষ দিন পর্যন্তই চলবে। বাকি সব ম্যাচই "ফাইনাল" — হ্যাজার্ড-বেনজেমাদের কানে এই মন্ত্রটাই ছড়িয়ে দিচ্ছেন "জিজু"।

শেষ দিন পর্যন্তই লিগের শিরোপা লড়াই চলবে কি না, তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে শেষ দিন পর্যন্ত সূচির যে অবস্থা, তাতে কার জন্য রাস্তাটা কেমন? রিয়াল না বার্সা — কার রাস্তাটা সহজ? প্রতিপক্ষ কে কেমন ফর্মে আছে, কতটা কঠিন বা সহজ হতে পারে ম্যাচগুলো?বাকি ছয় ম্যাচের প্রতিপক্ষের নামগুলো আগে দেখে নেওয়া যাক -

বার্সার প্রতিপক্ষ রিয়ালের প্রতিপক্ষ। অ্যাটলেটিকো গেতাফে। ভিয়ারিয়াল বিলবাও। এসপানিওল আলাভেস

ভায়াদোলিদ গ্রানাদা। ওসাসুনা ভিয়ারিয়াল। আলাভেস লেগানেস।

করোনাভাইরাসের কারণে এখন ম্যাচগুলো দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হয় বলে এক ভ্রমণক্লান্তি ছাড়া হোম বা অ্যাওয়ে ম্যাচে হয়তো তেমন পার্থক্য নেই। তবু ঘরের না পরের — কোন মাঠে খেলা, সেই হিসেবে রিয়াল-বার্সা দুই দলই আছে সমতায়। দুই দলেরই তিনটি ম্যাচ নিজেদের মাঠে, তিনটি প্রতিপক্ষের মাঠে। বার্সার ঘরের মাঠে ম্যাচ তিনটি অ্যাটলেটিকো, এসপানিওল ও ওসাসুনার বিপক্ষে। যেতে হবে ভিয়ারিয়াল, ভায়াদোলিদ ও আলাভেসের মাঠে। আর রিয়াল ঘরের মাঠে আতিথ্য দেবে গেতাফে, আলাভেস ও ভিয়ারিয়ালকে। প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচ তিনটি — বিলবাও, গ্রানাদা ও লেগানেস।

কাগজে-কলমে হয়তো বার্সেলোনার পরের তিনটি ম্যাচই বেশি কঠিন মনে হবে। কাল রাতে অ্যাটলেটিকোর বিপক্ষে খেলবে বার্সা। পয়েন্ট তালিকার ৩ নম্বরে থাকা ডিয়েগো সিমিওনের দলের বিপক্ষে ম্যাচটাই লিখে দিতে পারে বার্সার শিরোপাভাগ্যের উপসংহার। বাকি ছয় ম্যাচের মধ্যে কাগজে-কলমে এই ম্যাচেই যে বার্সার পয়েন্ট হারানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এরপর মেসিরা যাবেন পয়েন্ট তালিকার পাঁচ নম্বরে থাকা ভিয়ারিয়ালের মাঠে। তারপর প্রতিপক্ষ হয়ে আসবে এসপানিওল — লিগের পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকলেও যারা বার্সেলোনার নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী। ডার্বির একটা উত্তেজনা থাকবেই! ভায়াদোলিদ (১৪তম), ওসাসুনা (১১) ও আলাভেস (১৬) — বার্সার বাকি তিন প্রতিপক্ষই অবশ্য পয়েন্ট তালিকার দশের নিচে।রিয়ালের জন্য কাজটাও অবশ্য মোটেও সহজ নয়। বাকি ছয় ম্যাচের মধ্যে চারটিতেই যে প্রতিপক্ষ এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার দশের মধ্যে। বৃহস্পতিবার রিয়াল খেলবে এই মৌসুমে চমক দেখানো গেতাফের (পয়েন্ট তালিকায় ৬-এ) বিপক্ষে, এরপর জিদানের দল যাবে ৯-এ থাকা বিলবাওয়ের মাঠে। কঠিন এই দুই পরীক্ষা পার হওয়ার পর রিয়ালের অপেক্ষায় বাকি চার দলের মধ্যে ভিয়ারিয়াল আছে পয়েন্ট তালিকার ৫-এ, গ্রানাদা ১০-এ। আলাভেস (১৬) ও লেগানেসই (১৯) শুধু নিচের দশ দলের মধ্যে।ফর্মের বিচারে রিয়াল-বার্সা দুই দলেরই পরীক্ষা নিতে পারে ভিয়ারিয়াল। করোনা বিরতি কাটিয়ে ফেরার পর ৫ ম্যাচের চারটিতেই জিতেছে ইয়োলো সাবমেরিনরা, ড্র করেছে শুধু সেভিয়ার সঙ্গে। ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে মুখোমুখি লড়াইয়ে অতীত পরিসংখ্যান অবশ্য রিয়ালকে ঘিরেই শঙ্কা জাগাবে বেশি। ইয়োলো সাবমেরিনদের বিপক্ষে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচে রিয়ালের জয় শুধু ১ ম্যাচে, হেরেছে ১ ম্যাচে, বাকি ৩টি ড্র। মজার ব্যাপার, ৩টি ড্র-ই ২-২ গোলে। ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচে বার্সার পরিসংখ্যান? ৪ জয়, ১ ড্র! জিদানের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে ভিয়ারিয়াল।বার্সার জন্য অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ যে বড় পরীক্ষা তা তো আর বলার দরকার হয় না, ডিয়েগো সিমিওনের দলের ফর্মও দারুণ। এই মৌসুমে অনেকটা সময় ফর্মে উত্থান-পতন দেখা অ্যাটলেটিকো করোনার বিরতি থেকে ফেরার পর প্রথম ম্যাচে বিলবাওয়ের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করলেও পরের চারটি ম্যাচেই জিতেছে। বার্সার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে অবশ্য অ্যাটলেটিকোর রেকর্ড রিয়ালকে খুব একটা আশা দেখাবে না। গত ডিসেম্বরে এই অ্যাটলেটিকোর কাছেই হেরে বার্সা সুপারকাপ থেকে বাদ পড়েছে বটে, যা শেষ পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে বার্সার সে সময়কার কোচ আর্নেস্তো ভালভার্দের চাকরি। তবে লিগে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচে বার্সার বিপক্ষে ৩ বারই হেরেছে সিমিওনের দল, বাকি ২ ম্যাচ ড্র।অন্যদিকে রিয়ালের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে রিয়াল-বার্সার পাশাপাশি স্প্যানিশ লিগের ঐতিহ্যবাহী আরেক দল অ্যাথলেটিক বিলবাও। লিগে দুই দলের মুখোমুখি সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচের রেকর্ড তা-ই বলে। এই ৫ ম্যাচে রিয়ালের জয় কেবল ১টি, বাকি ৪টি ম্যাচই ড্র! বিলবাওয়ের ফর্মও খুব একটা মন্দ নয়। করোনা বিরতির পর ৫ ম্যাচের মধ্যে বাস্ক অঞ্চলের ক্লাবটি হেরেছে শুধু বার্সেলোনার কাছে (১-০), বাকি চার ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ২টি, ড্র ২টি।তবে খেলাটা তো মাঠের ৯০ মিনিটেই হবে। রেফারির বাঁশির পর অতীতের এসব হিসেব-নিকেশ, ফর্মের বিশ্লেষণ খুব একটা প্রভাব হয়তো ফেলে না। সেখানে জিদানের একটা সন্তুষ্টি থাকবে। করোনার বিরতির পর রিয়াল যেখানে সব ম্যাচই জিতেছে, বার্সেলোনা ধুঁকছে। কোচের সঙ্গেও বার্সার খেলোয়াড়দের বনছে না বলে গুঞ্জন ভাসছে বাতাসে।সব মিলিয়ে দুই মৌসুম পর লিগ শিরোপাটা আবার মাদ্রিদের কুলীন ক্লাবটিতে দেখার আশা করতেই পারেন রিয়াল ভক্তরা।পরের লাইনেই সৌরভ লিখেছেন নিজের আক্ষেপের কথা, "আমি সে সময় জানতামই না যে খুব শিগগিরই রাহুল অধিনায়কের পদ থেকে পদত্যাগ করবে। আমাদের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনার সময়ও সে আমাদের অধিনায়কত্ব ছাড়ার কথা কিছু বলেনি। আমি যদি এ ব্যাপারে তখন বিন্দু বিসর্গও জানতাম, তাহলে অবশ্যই আমি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতাম না।"

করোনা হয়েছিল বোথামের ভেবেছিলেন সাধারণ ফ্লু

কিংবদন্তি ক্রিকেটার ইয়ান বোথাম সম্প্রতি জানিয়েছেন করোনাভাইরাসে তিনি অনেক আগেই আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে তাঁর রোগটা যে কোভিড-১৯ ছিল তা তিনি বুঝতেই পারেননি। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মনে করেছিলেন, সাধারণ ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন।ইংল্যান্ডের হয়ে ১০২ টেস্ট ও ১১৬টি ওয়ানডে খেলা সাবেক অলরাউন্ডার ঠান্ডাজনিত সমস্যায় ভুগেছিলেন গত বছরের ডিসেম্বরে। সেই সময়ে তাঁর যে উপসর্গ ছিল সেগুলোর কথা মনে করে গুড মর্নিং ব্রিটেনকে বলেছেন, 'ছয় মাস আগের কথা। সেই সময় এটা সম্পর্কে কেউ জানত না, কেউ এর নাম পর্যন্ত শোনেনি। আসলে আমার এটাই (কোভিড-১৯) হয়েছিল। ডিসেম্বরের শেষ দিকে আক্রান্ত হয়েছিলাম আমি। সমস্যা জানুয়ারির প্রথম দিকেও ছিল। আমি ভেবেছিলাম, খুব বাজেভাবে ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছি।"করোনাভাইরাস নিয়ে পুরো বিশ্ব যে এখনো অন্ধকারেই আছে, সবার উদ্দেশে তাও বলেছেন বোথাম, 'এটা কত দিন ধরে যে পৃথিবীতে আছে তা কেউ জানে না। এটা অনেকটা অন্ধকারের মতো। দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়।' তবে মানুষ সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়মাবলি মানছেন বলে খুশি কাউন্টি দল ডারহামের চেয়ারম্যান, 'মানুষ খুব সচেতন। আশা করছি আরও সপ্তাহ দু-এক তারা এভাবেই ধৈর্য ধরে থাকবে।

NOTICE INVITING SEALED TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invite sealed Tender for offering the hiring "Rates for letting the Vehicle on Hiring" for performing the Govt, duty of carrying of the Deputy Director of Horticulture, North Tripura District, Dharmanagar for his office duties. The light vehicle having Commercial license is mandatory in the Tender process. "The Sealed Tender" to be dropped on **22/07/2020 at 10:30 AM to 3:00 PM** in the O/o the Dy. Director of Horticulture, North Tripura District, Dharmanagar.
Details of requirements are as below:-

Sl. No.	Type of Vehicle	No. of Vehicle Required	Physical condition of Vehicle	Maxium value of hiring charge expenditure limit per month	Mode of rate offering (units of rate offering)	Tax deduction norms to be followed	Earnest Money	Remarks
1.	Maruti Suzuki Wagon-R (VXI) Officer movement purpose.	1 No	Vehicle manufactured after June-2018 A.D. with good running condition	Rs. 30,820/- per month Rupees thirty thousands eight hundred & twenty) only	1. Per kilometer hiring charger/rent Maximum Rs. 8/- per KM 2. Per day detention charge. Maximum Rs. 700/- per day	5% GST, 2% IT & 3% EC to be deducted by this end during bill settlement	Rs. 2,800/- (Rupees Two thousand eight hundred) only in favour of the Dy. Director of Horticulture, North Tripura District, Dharmanagar. The amount to be deposited in the shape of D/call.	Fuel, maintenance &Driving DA to be borne by Owner of Vehicle

ICA-C-790/20

Sd/- Illegible
Dy. Director of Horticulture (North) North Tripura District, Dharmanagar.
9436133912

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 06/EE/DD/PWD(R&B)/2020-21 Dated 25.06.2020

The Executive Engineer, Dharmanagar Division, PWD (R & B), Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate e-tender from the Central & State Public Sector undertaking / Erternrie and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / .PWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 16.07.2020 for the following work:

Sl. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Replacement of existing SPT bridge over river Juri by 70 metre span RCC bridge on DT road to Vitorgul at Dharmanagar under Jubarajnagar RD Block./ SH: Construction of approach road on west side (Vitorgul end) including (one) no CD and protection work. DNIT No: 02/SE(I)/KGT/2019-20.	Rs.35,60,252.00	Rs. 35,603.00	04(six) Months	Upto 15.00 Hours on 14.07.2020	At 16.00 Hrs on 14.07.2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Replacement of existing SPT bridge by RCC bridge over river Kakri on the road from DT road to Dhupibond Panchayet Office near i) Krishnapur H.S. School [L-51.00 M) Job No. TP/CCW/60/2012-13, ii) Raj Brick Klin (L-51.00m) Job No. TP/COM/61/2012-13 sanction for implementation under NABARD (RIDF-XVIII)/ SH: Construction of approach road including (one) No. CD. DNIT No: 03/SE(I)/KGT/2019-20.	Rs.47,88,930.00	Rs.47,889.00	04 (Six) Months				

Other necessary detailed information can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in at free of cost between 25-06-2020 to 16-07-2020.
NOTE:- NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER.
ICA/C-795/2020-21

(Er. Indrajit Pal)
Executive Engineer Dharmanagar Division,
PWD (R&B) Dharmanagar, North Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO.
EE-IED/PWD/AGT/12/2020-21 D(BUILDING),
dated 24/06/2020

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 17/07/2020

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/25/2019-20	₹ 505,730.00	₹ 5,057.00	90 (ninety) days
2	DNIeT No.EE-IED/AGT/26/2020-21	₹ 501,969.00	₹ 5,020.00	90 (ninety) days
3	DNIeT No.EE-IED/AGT/27/2020-21	₹ 399,916.00	₹ 3,999.00	90 (ninety) days
4	DNIeT No.EE-IED/AGT/28/2020-21	₹ 415,045.00	₹ 4,150.00	90 (ninety) days
5	DNIeT No.EE-IED/AGT/29/2020-21	₹ 781,473.00	₹ 7,815.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 17/07/2020 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 18/07/2020, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C-788/2020-21

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAP DEBNATH) Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

জাগরণ 30 June, 2020, Tuesday আগরতলা ৩০ জুন, ২০২০ ইং, ■ ১৬ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সোমবার মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক বৈঠকে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে বিশুদ্ধ পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। জল সম্পদ দপ্তরের অধীনে যে সকল সেচ প্রকল্পগুলির সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে সেগুলি দ্রত সংস্কারের জন্য দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনীয়ারদের অন্তত মাসে একবার ক্ষেত্র পর্যায়ে পরিদর্শন করে অচল সেচ প্রকল্পগুলি দ্রত সংস্কারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আজ সচিবালয়ের ১নং সভাকক্ষে জল সম্পদ এবং পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের পর্যালোচনাসভায় একথা বলেন মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেব। সভায় জল সম্পদ এবং পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির অগ্রগতি এবং আগামীদিনের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে বিশুদ্ধ পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি দ্রত সম্পাদন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে গ্রামের প্রতিটি পরিবারে পানীয়জলের সংযোগ নিশ্চিত করতে স্বচ্ছাগ্রহীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেওয়ার জন্য দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি পঞ্চায়েত প্রধান এবং ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান ও স্বচ্ছাগ্রহীদের সমন্বয় রেখে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনীয়ার বৈশম্পায়ন চক্রবর্তী জানান, পানীয়জল সরবরাহ প্রকল্পে রাজ্যে গ্রাম এবং শহর মিলিয়ে বর্তমানে ২,০৫০টি ডিপটিউবওয়েল, ৩, ৭৪৮টি মলবোর টিউবওয়েল, ৫৪টি সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ৩৯টি গ্রাউণ্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ৯২৫টি আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট, ১৮,০৪৯টি স্পট সোর্স, ১২,১৯৬ কিমি পাইপলাইন এবং ৫১,১৭২টি হাইড্রেন্ট পয়েন্ট রয়েছে। ডোমেস্টিক কানেকশন রয়েছে ১,৭১,১৩৮টি। তিনি জানান, ২০১৯-২০ সালে ১১১টি ডিপটিউবওয়েল বসানো হয়েছে। ৬৫টি ডিপটিউবওয়েল চালু করা হয়েছে। ৪১টি শীঘই চালু করা হবে। ৯৩টি মলবোর টিউবওয়েল ও ২টি আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে। ৪২৬.৭২ কিমি পাইপলাইন সম্পসারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২০১৯-২০ সালে অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে ৪৮,৯৩০টি পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

সভায় পানীয়জল এবং স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনীয়ার বৈশম্পায়ন চক্রবর্তী আরও জানান, ২০২০-২১ সালে অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে ৩,২০,৪৭৩ টি পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ২০১২ সালের বেইসলাইন সমীক্ষার ভিত্তিতে ২০১৯ সালের ২ মার্চ ত্রিপুরাকে প্রকাশ্য শৌচমুক্ত (ও ডি এফ) ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০১৯-২০ সালে ১৯টি কমিউনিটি শৌচাগার কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া এরকম আরও ১৫টির নির্মাণ কাজ চলছে।

সলিড এণ্ড লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কর্মসূচি ২৪৭টি গ্রাম

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জে সন্ত্রাসী হামলায় মৃত্যু দু'জনের, পুলিশ অফিসার-সহ জখম ৩ জন

করাচি, ২৯ জুন (হি.স.): পাকিস্তানের করাচি শহরে অবস্থিত পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জে সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারালেন দু'জন সাধারণ নাগরিক। এছাড়াও একজন পুলিশ অফিসার, পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জের নিরাপত্তা কর্মী-সহ ৩ জন জখম হয়েছেন। সুরক্ষা বাহিনীর পাল্টা অভিযানে নিকেশ হয়েছে ৩ জন জঙ্গি।

সোমবার পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান গেটের সামনে গ্রেনেড নিক্ষেপ করার পরই, অতর্কিতে গুলি চালিয়ে পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জের ভিতরে ঢুকে পড়ে ৪ জন সন্ত্রাসবাদী। গ্রেনেড ফেটে ও গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে দু'জন সাধারণ নাগরিকের। এছাড়াও এছাড়াও একজন পুলিশ অফিসার, পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জের নিরাপত্তা কর্মী-সহ ৩ জন জখম হয়েছেন। জঙ্গি হামলার পরই পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ বাইরে থেকে ঘিরে ফেলে পুলিশ এবং রেঞ্জার্স কর্মী-আধিকারিকরা। পাল্টা অভিযানে নিকেশ হয়েছে ৩ জন জঙ্গি। বিল্ডিংয়ে আটকে পড়া অনেককেই উদ্ধার করা হয়েছে।

পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জের ডিরেক্টর আবিদ আলী হাবিব জানিয়েছেন, "দুর্ভাগ্যকজনক ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জে। আমাদের পার্কিং এলাকা সন্ত্রাসীরা ঢুকে পড়ে এবং নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। বিল্ডিংয়ে থাকা প্রত্যেকেই আতঙ্কে রয়েছেন।"

ভারতে প্রথম প্লাজমা ব্যাংক তৈরি হতে চলেছে দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি. স): করোনায় আক্রান্ত রোগীদের দ্রুত সুস্থ করে তোলার জন্য দিল্লিতে তৈরি করা হবে প্লাজমা ব্যাংক বলে জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, কয়েক মাস আগে প্লাজমা থেরাপি ট্রায়াল শুরু করা হয়। যার ফলাফল আশাব্যঞ্জক ছিল। তাই সরকার প্লাজমা ব্যাংক তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গোটা দেশে এটাই প্রথম প্লাজমা ব্যাংক হবে। দিল্লির আইএলবিএস হাসপাতলে এই ব্যাংক গড়ে তোলা হবে। প্লাজমা দান করার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। আগামী দুই দিনের মধ্যে আইএলবিএস হাসপাতলে এই ব্যাংক গড়ে তোলা হবে।

করোনা হাসপাতাল না হওয়া সত্ত্বেও আইএলবিএস হাসপাতালে কেন করোনা ব্যাংক গড়ে তোলা হল তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যাতে করে সুস্থ নাগরিকরাও নিজেদের শরীরের প্লাজমা স্বচ্ছন্দেই হাসপাতালে গিয়ে দান করতে পারেন তার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা মানুষও নিজেদের প্লাজমা দান করতে পারবে।সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি নিজের প্লাজমা দান করতে চান তবে তাকে হাসপাতালে পৌঁছানোর দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।আগামী দুই দিনের মধ্যে এই বিষয়ে ফোন নম্বর জারি করা হবে। করোনা রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন চিকিৎসক ডাঃ অসীম গুপ্ত।তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

করোনা কেড়ে নিল প্রাণ প্রয়াত বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সচিব মোহসীন চৌধুরী

ঢাকা, ২৯ জুন (হি.স.): মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসে ফের মৃত্যু! মারা গেলেন করোনা-আক্রান্ত বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সিনিয়র সচিব আব্দুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেলেন।

সোমবার সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সিনিয়র সচিব আব্দুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরীর। গত ২৯ মে করোনা পজিটিভ নিয়ে সিএমএইচে ভর্তি হন প্রতিরক্ষা সচিব মোহসীন। এরপর ৬ জুন সেখানে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) নেওয়া হয় তাঁকে। ১৮ জুন থেকে লাইফ সাপর্টোটে রাখা হয়। অবশেষে সোমবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি।

২১ বেড়ে করোনা-আক্রান্ত ৯৬৫ জন বিএসএফ জওয়ান

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র আরও ২১ জন জওয়ান। বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এসে আক্রান্ত হয়েছেন ২১ জন বিএসএফ জওয়ান। ফলে দেশজুড়ে মোট ৯৬৫ জন বিএসএফ জওয়ান আক্রান্ত হয়েছেন।

সোমবার সকালে বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ২১ জন বিএসএফ জওয়ান। ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৬৫। স্বস্তির বিষয় হল-ইতিমধ্যেই মারণ এই ভাইরাসকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৬৫৫ জন বিএসএফ জওয়ান। বিগত ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৮ জন জওয়ান এবং চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩০৫ জন।

মধ্যবিত্তের দুঃশ্চিন্তা আরও বাড়ল ফের মহার্ঘ্য পেট্রোল-ডিজেল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৯ জুন (হি.স.): রবিবার (২৮ জুন), মাঝে একদিনই অপরিবর্তিত ছিল পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য। কিন্তু, সোমবার ফের মহার্ঘ্য হল জ্বালানি তেল। ফলে দুঃশ্চিন্তা আরও বাড়ল দেশের সাধারণ মানুষের। রবিবার বাদ দিলে লাগাতার ২২ দিন, দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই-দেশের সমস্ত মেট্রো শহরে দাম বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের। ০.০৫ পয়সা দাম বৃদ্ধির পর এদিন দিল্লিতে পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে ৮০.৪৩ টাকা, কলকাতায় ০.০৫ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম ৮২.১০ টাকা, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ০.০৫ পয়সা ও চেন্নাইয়ে ০.০৪ পয়সা করে বাড়ার পর পেট্রোল ও ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৮৭.১৯ টাকা এবং ৮৩.৬৩ টাকা। সোমবার পেট্রোলের পাশাপাশি দাম বেড়েছে ডিজেলের। এদিন ০.১৩ পয়সা বাড়ার পর দিল্লিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৮০.৫৩ টাকা, কলকাতায় ০.১২ পয়সা বাড়ার পর লিটারপ্রতি ডিজেলের দাম ৭৫.৬৪ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। মুম্বইয়ে ডিজেলের দাম বেড়েছে ০.১২ পয়সা এবং চেন্নাইয়ে ০.১১ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দাম। মুম্বই ও চেন্নাইয়ে ডিজেলের বর্ধিত দাম যথাক্রমে-৭৮.৮৩ টাকা এবং ৭৭.৭২ টাকা।

পুরোপুরি সন্ত্রাস-মুক্ত জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলা : ডিজিপি

শ্রীনগর, ২৯ জুন (হি.স.): আরও একবার সন্ত্রাস-মুক্ত হল জম্মু জোন-এর ডোডা জেলা। সোমবার এই সুখবর জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং। সোমবার ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত জঙ্গি-নিকেশ অভিযানে জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার খুলচোহার এলাকায় নিকেশ হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে দু'জন লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের সদস্য (একজন জেলা কমান্ডার) ছিল,

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের সুস্থতার হার ৮০.২৫ শতাংশ : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। রাজ্যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের সুস্থতার হার ৮০.২৫ শতাংশ। সুস্থতার হারে সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আজ সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, রাজ্যে আজ পর্যন্ত ৬৪,৬৪২ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ৬৩,৩৩১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তারমধ্যে পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে ১, ৩৫২ জনের। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমানে ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৪৯৮ জন। হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৫,২৬৫ জন। তিনি জানান, আজ বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ৬ জনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এই ৬ জনের মধ্যে জিবি হাসপাতাল থেকে ২ জন, বাধারঘাটের স্পোর্টস স্কুলের বয়েজ হোস্টেল থেকে ২ জন এবং হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ২ জন রয়েছেন। শিক্ষামী জানান, বর্তমানে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৫৯ জন। ১, ০৮৫ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন। ২৫৯ জনের মধ্যে জিবি হাসপাতালে ১৩ জন, হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের কোভিড কেয়ার সেন্টারে ৫২ জন, উদয়পুরের পি আর টি আই-এ ২৫ জন, আমবাসা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন হোস্টেলে ৩৯ জন, বি এস এফ কোভিড কেয়ার হাসপাতালে ৪২ জন, বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলের বয়েজ হোস্টেলে ১ জন, লালসিংমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৯ জন, দেবদারু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৪৫ জন এবং কুমারঘাটের পি আর টি আই-এ ১৩ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শিক্ষামী জানান, আজ চুড়াইবাড়ি দিয়ে মোট ৪৫৮ জন রাজ্যে এসেছেন। এরমধ্যে ২২১ জন লরি চালক, ২০ জন রোগী এবং ২১৭ জন বহির্রাজ্যে আটকে থাকা লোকজন।

কৃষকদের মধ্যে সরকারি ভর্তুকি মূল্যে বিভিন্ন কৃষিযন্ত্রাদি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ জুন।। কদমতলা কৃষি মহাকুমাধীন কালাছড়া ব্লকের আওতাধীন ১৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২১ জন কৃষকদের মধ্যে সরকারি ভর্তুকি মূল্যে বিভিন্ন কৃষিযন্ত্রাদি বিতরণ করা হয়।আজ বেলা ১২ টা নাগাদ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লক্ষ্মীনগর কমিউনিটি হলে সরকারি ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন কৃষিযন্ত্রাদি বিতরণ করা হয়। কৃষিযন্ত্রাদির মধ্যে কনো ওয়াইডার, পাম্প সেট, পাওয়ার স্প্রেয়ার, ম্যানুয়াল স্প্রেয়ার, তেরপাল সহ নানা কৃষি যন্ত্রাংশ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।সানীয় কৃষকরা সরকারি ভর্তুকি মূল্যে কৃষিযন্ত্রাদি পেয়ে বেজায় খুশি। আজকের এই কৃষিযন্ত্রাদি বিতরন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাগবাসা মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সুদীপ দেব, কালাছড়া ব্লকের চেয়ারম্যান টিংকু শর্মা, কদমতলা কৃষি মহাকুমার আধিকারিক সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে কালাছড়া ব্লক এলাকার ১৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় কৃষকরা আগামী দিনে কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরো বেশি ফলন চাষ করতে পারেন তা নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা রাখেন। যাতে করে রাজ্যের কৃষকরা সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা পান ও রাজ্যকে স্বনির্ভর রাজ্যে রূপান্তরিত করেন তা নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা রাখেন উস্থিত অতিথিরা।

ভারতের হাতে এল জিপিএস লাগানো গোলা ঘুম ছুটেছে লালফৌজের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি. স.): পূর্ব লাদাখে চিনকে জোর টক্কর দিতে চূড়ান্ত সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত। এমন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আর্টিলারি ডিভিশনের কামানের জন্য জিপিএস লাগানো এক্সক্যালিবার কিনেছে ভারত। ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা যে কোনও লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানতে সক্ষম এই গোলা।

ইতিমধ্যেই পূর্ব লাদাখে বোফোর্স কামান মোতায়েন করা হয়েছে। কার্গিলের যুদ্ধে পরীক্ষিত এই কামানের জন্যই এই গোলাগুলো কিনেছে ভারত। সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এই ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র। ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা চিনের যেকোনো সেনা ছাউনি নিমেষে গুঁড়িয়ে দিতে পারবে ভারত।ফলে ঘুম ছুটেছে লালফৌজের।

ইতিমধ্যেই পূর্ব লাদাখে বিপুল সমরসজ্জা মোতায়েন করেছে ভারত। সুখোই এম কে আই ৩০, মিরাজ ২০০০, জাগুয়ার, মিগ ২৯ যুদ্ধবিমানের পাশাপাশি স্বদেশী প্রযুক্তিতে নির্মিত আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও চিনের দিকে তাক করে বসানো হয়েছে। পূর্ব লাদাকে থাকা পদাতিক সেনার জন্য কমব্যাট শ্রেণীর অ্যাপাচি হেলিকপ্টার হিমালয়ের আকাশে চক্কর কাটছে।সেনা মোতায়েন করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে চিনুক হেলিকপ্টারের।

সূত্রের দাবি প্রায় ৪৫ হাজার সেনা ভারত মোতায়েন করেছে পূর্ব লাদাখে। বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের সময়ও ভারত এক্সক্যালিবার গোলা কিনেছিল। সেনাবাহিনীর জরুরী আর্থিক ফান্ডের অর্থ থেকে এই গোলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রয় করা হয়েছিল। এবারও চিনের কোমর ভাঙ্গার জন্য তা কেনা হয়েছে। ২১ জুন কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে ৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত অস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে যাবতীয় বাধা তিন বাহিনীর জন্য তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু এর আগেই অর্থাৎ ১৯ জুন এই গোলার বরাত মার্কিন কোম্পানি হাউইজারকে দেওয়া হয়েছিল।রবিবার রাতে তা ভারতের হাতে চলে আসে।নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তুর ওপর অব্যর্থ আঘাত হানতে সক্ষম এই গোলা।

বিজেপি মন্ডল সভাপতির গাড়ি ভাঙচুর, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জুন।। জম্পুইজলা থানার ওসি রাজকুমার জমাতিয়ার নেতৃতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুই আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে আজ সকাল ১১ টায়। ধৃতরা হল রমনি দেববর্মা পিতা বিশ্রাম দেববর্মা, কানুরাম পাড়া ও পদ্ধরাম দেববর্মা পিতা চিত্ত রঞ্জন দেববর্মা, হারিকুমার পাড়া। নারায়ন খামার থেকে ধরা পড়েছে। তারা সম্প্রতি বিজেপির মন্ডল সভাপতির উপর হামলা চালিয়েছিল। মন্ডল সভাপতির গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছিল।

মঙ্গলবার বিপদ নাশিনী পূজা। তাই সোমবার এভাবেই রিক্সা চেপে ভক্তের ঘড়ে যাচ্ছেন মা। ছবি- নিজস্ব।

পুলিশের ডিজি নিযুক্তি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। রাজ্য সরকার স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিয়োগ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ নিয়ে বিরোধী দল সিপিএম সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। এদিকে, বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এসপিও নিয়োগ এবং আইপিএস কেডার সার্ভিস নিয়েও সুর চড়িয়েছেন। তিনি সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি পদটি প্রশাসনের তন্তত গুরুত্বপূর্ণ পদ। কিন্তু আশর্চ্যজনক ভাবে রাজ্যে এই পদে স্থায়ী কোনও আধিকারিক বর্তমানে নেই। তাতে করে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন অভিভাবকহীন হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে সর্বোচ্চ আদালত ডিজি নিযুক্তির ব্যাপারে একটি নির্দেশিকা দিয়েছিল। এবং সেই নির্দেশিকায় কিছু ছাড়ের বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে এমন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। এ অবস্থায় বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করে বলেন, দ্রুত যদি পুলিশ ডিজি নিযুক্তির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে তা সমাজে বিরূপ তথা ভুল বার্তা যাবে।

মুঙ্গিয়াকামীতে জাতীয় সড়কের সংস্কার কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুন।। ঠেলার নাম বাবাজি শেষ পর্যন্ত আমাদের কয়েক দফা সংবাদ এর জেরে ও মুঙ্গিয়া কামি ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মার উদ্যোগের ফলেই আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের মরণফাঁদ গুলিতে দ্রুত কাজ শুরু হয়েছে। তবে কাজ গুলি যে কত দূর গুণগত মানসম্পন্ন হবে এ নিয়ে সন্দিহান শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মহলে। বারবার আমরাই আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের আঠারো মোরা পাহাড়ের ৩৪ মাইল থেকে মঙ্গিয়া বাড়ি বাজার পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশার জ্বলন্ত চিত্র আমাদের সংবাদমাধ্যমে প্রচার করেছি। একটু দেরি হলেও ঘুম ভেঙ্গেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের। যদিও রাস্তার ভগ্নদশা একমাত্র কারণ রাস্তার সাইড ওয়াল গুলির ইট ভেঙ্গে চুরি হয়ে যাচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে। আর মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ বাবুরা না ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করে গেছেন এতদিন যার ফলে বিপদসীমা অতিক্রম করে গেছে ওই এলাকার। তাইতো আমাদের সংবাদ এর জেরেই ভগ্নদশা গুলির কাজ শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। তবে যেভাবে কাজ হচ্ছে হাতের নাগালে পাওয়া বনদপ্তর এর মাটি ও বনদপ্তরের মূল্যবান গাছের ঢাল দিয়ে কতদূর এই ভগ্নদশা রোধ করা যাবে টা পরবর্তীকালে দেখার অপেক্ষায়। অন্যদিকে জাতীয় সড়কের মাঝ বরাবর বড় বড় গর্ত গুলিকে ঢাকতে যেভাবে পাথর ও বিটুমিন ব্যবহার

ছয়ের পাতায় দেখুন

অসমের ২৫ জেলা বন্যার কবলে, পীড়িত ১৩,১৬,৯২৭ লক্ষ হত কিশোরী সহ ছয়, উদ্ধারে এনডিআরএফ-এসডিআরএফ

গুয়াহাটি, ২৯ জুন (হি.স.) : করোনার আবহে সংহারী রূপ ধারণ করেছে অসমের দ্বিতীয় দফার বন্যা পরিস্থিতি। গত মে মাসের শেষের দিকে বছরের প্রথম ধাক্কা মানুষ সামাল দিতে পারেননি। এরই মধ্যে আবার ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছেন উজান থেকে শুরু করে মধ্য এবং নিম্ন অসমের ২৫টি জেলার ২,৪০৪টি গ্রামের ১৩,১৬,৯২৭ জন। বন্যা কবলিত জেলাগুলির মোট ৮৩,১৬৮.০৮ হেক্টর কৃষিজমি জলে প্লাবিত হয়েছে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে।

এদিকে বন্যায় সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন নিম্ন অসমের বরপেটার মানুষ। এক বরপেটায়ই প্রায় ৩,০৪,৮৪১ জন মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন। একটি বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

এর মধ্যে গতকাল এবং বন্যার জলে তলিয়ে গিয়ে এক কিশোরী সহ মৃত্যু হয়েছে ছয় জনের। এ বছরের প্রথম বন্যা নিয়ে নিহতের সংখ্যা ২২ হয়েছে।

আসাম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ) সূত্রে জানা গেছে, রবিবার ধেমাজির বিজয়পুর গ্রামের কিশোরী রশ্মি দেউরি (১২)-র মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া ওদালগুড়ি জেলায় এক, বরপেটার চেঙায় এক, ডিব্রুগড়ের টেঙাখাতে এক, একই জেলার মরানের এক এবং গোয়ালপাড়ার মাটিয়া এলাকার একজনকে নিয়ে মোট ছয়জনের অকালমৃত্যু হয়েছে এবারের বন্যায়।

প্রলয়ঙ্করী বন্যার কবলে পড়েছে রাজ্যের ২৫টি জেলা। এগুলি ধেমাজি, লখিমপুর, বিশ্বনাথ, ওদালগুড়ি, চিরাং, দরং, নলবাড়ি, বরপেটা, বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড়, ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা,

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।